NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সপ্তাহে ৭০ থেকে ৯০ ঘন্টা কাজের সওয়ালে নগ্ন ব্যবসায়িক স্বার্থপরতা!

আচমকা ক্রেডিট কার্ড কেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিভাবে ঠিক করবেন ৮

কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৫ ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.3.2025, Vol.18, Issue No. 284 8 Pages, Price 3.00

‘বাপু, সংবিধানটাকে রক্ষা করো...’

লন্ডনে গান্ধি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বাপু, সংবিধানটাকে রক্ষা করো...’। লন্ডনে গান্ধিমূর্তির সামনে এমনই প্রার্থনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কেন্দ্রে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বার বার অভিযোগ উঠেছে, দেশের সংবিধান বদলে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বদলে সংঘ পরিবার হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চায়। বিরোধীরা সংবিধান রক্ষার জন্য সরব হয়েছেন। এবার লন্ডনেও বাপুর মূর্তির সামনে মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রার্থনা জানালেন। অন্যান্য, দিনের মতো বুধবারও সকালে মুখ্যমন্ত্রী হাঁটতে বেরিয়েছিলেন শহরের রাস্তায়। লন্ডনের টেমস নদীর তীর দিয়ে তাঁর মর্নিং ওয়াকের সঙ্গী ছিলেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি লন্ডনে এসেছেন। বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে সৌরভের উপস্থিত থাকার কথা আছে। ইতিমধ্যে ডোনাকে সোয়েটার উপহার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

টেমসের তীর ধরে হাঁটার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের ফ্ল্যাট দেখান ডোনা। পার্লামেন্ট স্কোয়ারে হাঁটার সময় মুখ্যমন্ত্রী গান্ধিজির মূর্তি দেখতে পান। মূর্তির পাশের বাগান থেকে কিছু ফুল তুলে আনেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষী। মূর্তির পাদদেশে সেই ফুল অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার চার দিনের সফরে লন্ডনে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি

আছেন সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে। বাকিংহাম প্যালেসের কাছেই সেই হোটেল অবস্থিত। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় হাই কমিশনে শিল্পপতিদের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে তিনি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের কাছে আবেদন জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করুন। কলকাতা থেকে লন্ডন অবধি সরাসরি উড়ান চালু করার জন্যও তিনি বিমান সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রীর এবারের লন্ডন সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি আছে বৃহস্পতিবার। এদিন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে ভাষণ দেবেন।পেটে (বক্স করে)মমতার ভাষণ শুনতে প্রস্তুত অক্সফোর্ডনিজস্ব প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি হচ্ছে অক্সফোর্ড। বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় কেলগ কলেজের হলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান শুরু হবে। হলে প্রবেশ অবাধ। কিন্তু আগে থেকে আসন সংরক্ষণ করতে হয়েছে। বুধবার পাওয়া খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনার জন্য ইতিমধ্যেই হলে সব আসন সংরক্ষণ করা হয়ে গিয়েছে। যাঁরা আসন সংরক্ষণ করতে পারেননি, তাঁদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে আরও দু'টি হল। সেখানে বিশাল টিভি স্ক্রিনে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যাবে ও তাঁর ভাষণ শোনা যাবে। সেই দু'টি হলেও ভিড় করবেন বহু মানুষ। দুপুর বারোটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাস লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের উদ্দেশে রওনা হবে। বাসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন তাঁর সফরসঙ্গীরা। তাঁদের মধ্যে মুখ্য মন্ত্রীর প্রধান সচিব গৌতম সান্যাল, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ , শিল্প সচিব বন্দনা যাদব যেমন থাকবেন, তেমনই থাকবেন শিল্পপতি সত্যম রায়চৌধুরি, তরুণ ঝুনঝুনোয়ালা, হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া , রুদ্র চ্যাটার্জি, মেহুল মোহাঙ্ক প্রমুখ। সরাসরি অক্সফোর্ড পৌঁছে যাবেন সৌরভ গাঙ্গুলি ।

‘র’কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ মার্কিন ফেডারেল কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’ (র)-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করল আমেরিকার ফেডারেল সরকার গঠিত কমিশন। মঙ্গলবার আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত কমিশন (ইউএসসিআইআরএফ) তাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সংবাদ সংস্থা ‘রয়টার্স’ জানিয়েছে, ওই রিপোর্টে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘র’-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে তারা। ওই মার্কিন কমিশনের দাবি, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যার চেষ্টায় ‘র’-এর যোগ রয়েছে। সেই কারণেই এই সুপারিশ করেছে তারা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়েও মন্তব্য করা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

পাশাপাশি আমেরিকার ওই সরকারি কমিশনের দাবি, ২০২৪ সালে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবনতি হয়েছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও দাবি ওই কমিশনের। রয়টার্স অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল বিজেপির প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছে তারা। তাদের দাবি, গত বছরের নির্বাচনী প্রচারের সময়ে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ‘বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার’ করেছেন মোদি এবং বিজেপি। বস্তুত, এর আগে মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত কিছু রিপোর্টেও সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। যদিও নয়াদিল্লি সেগুলিকে ‘ভীষণ ভাবে একপেশে’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বার বার দাবি করেছেন, তিনি কোনও বৈষম্য করেন না এবং তাঁর সরকারের প্রকল্পগুলি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভেবে তৈরি করা। বস্তুত, খলিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে ২০২৩ সালে হত্যার ষড়যন্ত্রে ‘র’-এর এক প্রাক্তন কর্তার যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করে আমেরিকা। পান্নুন আমেরিকার নাগরিক। মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই দাবি করেছিল, ভারতে ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষিত সংগঠন ‘শিখ ফর জাস্টিস’ (এসএফজে)-এর নেতা পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন ‘র’-এর প্রাক্তন কর্তা বিকাশ যাদব। যদিও নয়াদিল্লি তখনই জানিয়ে দিয়েছিল, ওই ঘটনার সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও যোগ নেই। রয়টার্স অনুসারে, বিকাশ এবং ‘র’, উভয়ের উপরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য সুপারিশ করেছে মার্কিন কমিশন। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রশাসনের অধীনস্থ এই কমিশনটির মূল কাজ হল বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর নজর রাখা। সেইমতো ধর্মীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমেরিকার সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে এই কমিশন। অর্থাৎ এটি হল মার্কিন প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান। তবে কমিশনের সুপারিশ যে আমেরিকার প্রশাসনকে মানতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে কথা বলে রয়টার্স জানিয়েছে, এশিয়া তথা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে চিনের প্রভাব ঠেকাতে ভারতকে একটি পছন্দের বিকল্প হিসাবে দেখে আমেরিকা। ফলে, কমিশনের সুপারিশমতো ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাকে আমেরিকার প্রশাসন নিষিদ্ধ করে দেবে, সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

আমেরিকার রিপোর্টে পাল্টা প্রতিক্রিয়া নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: আমেরিকার ফেডারেল কমিশনের রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করল ভারত। ওই রিপোর্টটি একপেশে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছে নয়াদিল্লি। মঙ্গলবার আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত কমিশন (ইউএসসিআইআরএফ) তাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্টে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’ (র)-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে মার্কিন কমিশন। তাদের রিপোর্টে ভারতে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই তার নিন্দা করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আমেরিকার ফেডারেল কমিশনের ওই রিপোর্টটি বিদেশ মন্ত্রকের নজরে এসেছে। তিনি বলেন, ‘ওই রিপোর্টে আবার পক্ষপাতমূলক এবং রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মূল্যায়ন করার ধারা জারি রয়েছে।’ আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত কমিশন কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ভুল ভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ নয়াদিল্লির। মার্কিন কমিশনের ওই রিপোর্টে ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি এজেন্ডাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে করছে নয়াদিল্লি। কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারত গণতন্ত্র এবং সহনশীলতায় বিশ্বাস রাখে। ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করার এই ধরনের চেষ্টা কখনও সফল হবে না বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি। মার্কিন কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, ‘১৪৪ কোটি মানুষের দেশ ভারত। এখানে সব ধর্মের মানুষ রয়েছেন। আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত কমিশন ভারতের বহুত্ববাদী চিত্র বা সব ধর্মের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেবে, এমন কোনও আশা আমরা করি না।’ উল্টে, আমেরিকার এই কমিশনকেই একটি ‘উদ্বেগের বিষয়’ বলে চিহ্নিত করা উচিত বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

নির্মলাকে নিশানা করে নতুন ভিডিয়ো কৌতুকশিল্পীর

কুণাল কামরাকে ২য় সমন মুম্বই পুলিশের

মুম্বই, ২৬ মার্চ: বিদ্রুপাত্মক গান বেঁধে বিতর্কে জড়িয়েছেন কুণাল। অভিযোগ, ‘নয়া ভারত’ নামের একটি অনুষ্ঠানে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কিছু মন্তব্য করেন তিনি। এই নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন, কেউ আবার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কুণালের ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদিও তিনি নিজের অবস্থানে অনড়। কুণাল জানিয়েছেন, তিনি ক্ষমা চাইবেন না। আইন-আদালত যা বলবে সেই পথেই তিনি হাঁটবেন। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে তৎপর মুম্বই পুলিশও। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে ‘গদ্দার’ বলে মন্তব্য করার অভিযোগে বুধবার কুণালকে দ্বিতীয় সমন পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ।

এদিকে, এইসব বিতর্কের মধ্যেই আরও একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। যে অনুষ্ঠান নিয়ে এত বিতর্ক, সেই অনুষ্ঠানেরই একটি দেড় মিনিটের অংশ তুলে ধরেছেন কুণাল। একটি জনপ্রিয় বলিউড সিনেমার গানের প্যারোডিতে এ বার তাঁর

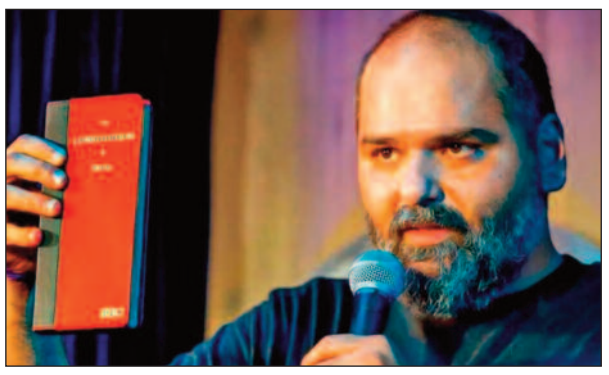

নিশানায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ‘তানাশাহি’ বলেও কটাক্ষ করেছেন কুণাল।

সেই আবহেই বুধবার নতুন ভিডিয়ো প্রকাশ করেন কুণাল। নতুন ভিডিয়োয় কুণাল তাঁর অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ তুলে ধরেছেন। জনপ্রিয় সিনেমা ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’র ‘হাওয়া হাওয়াই’ গানের প্যারোডি সংস্করণ। গানের ছত্রে ছত্রে রয়েছে বিজেপি-বিরোধী শব্দ। সেতু ভেঙে পড়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন কুণাল। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করেছে। তাদের কর্পোরেটদের তুলনায় বেশি কর দিতে হয়। কেন্দ্রের চাপানো পপকর্নের উপর অতিরিক্ত কর নিয়ে সরব হয়েছেন কুণাল। শেষে নাম নেন নির্মলার। কুণালের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শিবসেনা বিধায়কদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে মুম্বই পুলিশ। কৌতুকশিল্পীকে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমনও পাঠিয়েছে তারা। যদিও তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কুণাল। হাজিরা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময়ও চাওয়া হয়েছে। তবে তাঁর অনুরোধে কাজ হয়নি। হাজিরা দেওয়ার জন্য বুধবার নতুন করে সমন পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা।

গাছ কাটলেই গাছপিছু ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

বেনজির পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস রুখতে বেনজির পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। এখন থেকে একটি গাছ কাটলে দিতে হবে এক লক্ষ টাকা জরিমানা। একটি বনাঞ্চল ধ্বংস মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘বিপুল গাঠ কেটে ফেলা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।’ সাধারণ এলাকা নয়, বর্তমান মামলায় সংরক্ষিত এলাকার প্রায় সাড়ে চারশো গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ। আগ্রার তাজমহলের কাছে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার স্কোয়ার কিমি. অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ‘তাজ ট্র্যাপিজিয়াম জোন’। তাজমহলকে দূষণ থেকে রক্ষা করে এখানকার সবুজ। সম্প্রতি নির্বিচারে সেই এলাকার ৪৫৪টি গাছ কেটে ফেলেছেন শিবশঙ্কর আগরওয়াল নামের এক ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলায় সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ, ৪৫৪টি গাছ থেকে পরিবেশের যে মঙ্গল হত, তা পুনরুদ্ধার করতে অন্তত ১০০ বছর লেগে যাবে। অথচ সেই গাছগুলি কাটার জন্য কারও অনুমতির তোয়াক্কাই করলেন না অভিযুক্ত। এরপরই সুপ্রিম নির্দেশ, মথুরা-বৃন্দাবনে ডালমিয়া ফার্মসের ৪৫৪টি গাছ কাটার জন্য শিবশঙ্কর আগরওয়ালকে একটি গাছপিছু এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। অভিযুক্তের আইনজীবী মক্কেলের দোষ স্বীকার করেছেন। আবেদন করেন, জরিমানার অঙ্ক অত্যাধিক বেশি, তা কমানো হোক। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, সুপ্রিম নির্দেশেই ২০১৯ সালে তাজমহলকে দূষণ থেকে বাঁচাতে ‘তাজ ট্র্যাপিজিয়াম জোন’ গঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ‘তাজ ট্র্যাপিজিয়াম জোন’-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জমি নয় এমন জায়গা থেকে গাছ কাটার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

শাহর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: এম কেয়ার্স তহবিলে দুর্নীতির অভিযোগ। পালটা সোনিয়া গান্ধির নাম দুর্নীতিতে জড়িয়ে বিতর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিল কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, সোনিয়ার বিরুদ্ধে অমিত শাহ যে অভিযোগ করেছেন সেগুলির কোনও ভিত্তি নেই। আসলে সম্প্রতি সংসদে বিপর্যয় মোকাবিলা বিল নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শাহ বলেন, ‘পিএম কেয়ার্স এনডিএ সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। আর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের আমলে। কংগ্রেস আমলে শুধু একটা পরিবার সবটা নিয়ন্ত্রণ করত।’ এরপর নাম না করে সোনিয়াকে নিশানা করেন শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘একজন কংগ্রেস নেত্রীই সরকারি এই তহবিলের তদারকি করতেন।’

নারী ক্ষমতায়নের বার্তা প্রচারে তৃণমূলের একগুচ্ছ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব দরবারে বন্দিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী ক্ষমতায়নের উদ্যোগ। এবার সেই বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিতে চলেছে তৃণমূল। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত টানা দেড়মাস ধরে চলভে এই কর্মসূচি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে একের পর এক জনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ‘লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী’র মতো একাধিক প্রকল্প। বুধবার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তৃণমূল ভবনে একটি বৈঠক করা হয়। তাতে অংশ নেন তৃণমূলের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী, রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেত্রীরা। ওই বৈঠকে একগুচ্ছ কর্মসূচির কথা জানান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ‘অঞ্চলে আঁচল’, ‘তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা’, ‘রক্তবন্ধন’, ‘এসো হে বৈশাখ’ এবং ‘শঙ্খযাত্রা’ নামে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sekh Humayun Badsha S/o. Sekh Ezad Box ও Humayun Purkait S/o. E. B. Purkait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৩ নং এফিডেভিট বলে Tridib Das S/o. Debabratha Das ও Tridip Das S/o. D. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Jamil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Quasim ও Md Kasim উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Mandal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Adhir Kumar Mandal ও A. Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৭৮ নং এফিডেভিট বলে Sanoj Roy S/o. Ramnaresh Roy ও Sanaj Ray S/o. R. N. Ray, Ram Naresh Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১৪০ নং এফিডেভিট বলে Mohan Chandra Kanrar S/o. Anadi Charan Kanrar ও Mohan Ch Kanrar S/o. Lt. A. Kanrar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Dey (Aadhaar Card বলে) ও Rakhal Chandra Dey (Deed no. I-2677/1987, ADSR, Singur, Hooghly-বলে) S/o. Sudhanya Dey সাং শিবরামবাটী, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৩ নং এফিডেভিট বলে Nilamani Mohanti S/o. Shankar Mohanti ও Nilmoni Mohanty S/o. S. Mohanty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Tapan Kumar Bhattacharya S/o.- Lt. Biswanath Bhattacharya কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকে 11-3-2025 এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Bhattacharya ও Tapan Kumar Bhattachar Jee উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Reshmi Khatun, পিতা- Nijamuddin Molla, ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ- উত্তর মাধবপুর, ভাঙ্গড়-I, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, পিন- 743502. আমার আধার কার্ড ও অন্যান্য নথিতে Reshmi Khatun, ব্যাঙ্কের পাস বুকে Resham Khatun ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে Resmi Khatun আছে। গত 28/2/2025 তারিখে আলিপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Reshmi Khatun ও Resham Khatun ও Resmi Khatun এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি রাজেশ আলি খাঁ সইদুল ইসলাম খাঁ' এর নিকট হইতে আমমোক্তার দলিল নং কাঁথি- ১নং রেজিষ্ট্রি অফিস -এ ৩৪৯৬/২৪ নং, দলিলে প্রাপ্ত জে.এল-৪৭৭ হাঃ.দাঃ- ৪১২ কর্তৃক ভূমি জাসমিন বেগম কে বিক্রয় করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে 6296660872 জানাবেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দীপেন্দু কুমার সাঁতরা, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৭৬৩২-২০০৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ ২ কলকাতা সমীপে, ফ্ল্যাট নং এ/৮, ৩য় তলে, ৪৩, ভগবতী চরণ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এর জন্য, সাকিন ৪/৫, নিউ পাঠতলা, বেলঘড়িয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৩৬০/২৪ তারিখ ১৯.০৪.২০২৪ বেলঘড়িয়া থানায় দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা দলিল টি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অর্জুন মন্ডলে
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ওয়াইডি তল, ১৯ নেতাজি সুভাষ রোড
কলকাতা : ৭০০০০১
মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

মৌনী চ্যাটার্জী পিতা মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী সাং- 13/14 স্বর্ণময়ী রোড, পোঃ ও থানা- বহরমপুর। গত ইং 08/06/2022 তারিখে D.S.R-I অফিসে I-4683 নং আমমোক্তার দলিলমূলে 1. মিনতি চক্রবর্তী স্বামী অজিত কুমার চক্রবর্তী 2. তাপস চক্রবর্তী, পিতা- অজিত কুমার চক্রবর্তী 3. মিতা চ্যাটার্জী, স্বামী- মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী, সর্ব সাং- 13/14 স্বর্ণময়ী রোড, পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ 742101, গন আমাকে প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- বেলডাঙ্গা, মৌজা- 54 নং, মানিক নগর, 1. দাগ- 7902, পরিমান- 14.25 শতক, 2. দাগ- 7579, পরিমান- 45 শতক। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, কাহারও কোন প্রকার আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে D.S.R-I-এ যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী সনাতন হাঁসদা (তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত)**, পিতা স্বর্গীয় মির্জা হাঁসদা, সাকিম গ্রাম - ট্যাগরা, পোঃ - রামনগর, থানা - তারকেশ্বর, জেলা - হুগলী, পঃবঃ; মহাশয় তাঁহার বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. তারকেশ্বর ব্লকের অধীন, ৩২ নং জে.এল. ভুক্ত, ট্যাগরা মৌজায়, সাবেক ৪২ তথা হাল ৩৪৬ নং খতিয়ান হইতে ৬৫৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ৬৬৫ তথা হাল ৮১৬ নং দাগে ৭২৭ বর্গফুট একতলা পাকা বাড়ি সহ ১৩১৭ বর্গফুট বা কমবেশি ০২ কাঠা বা কমবেশি ০৩ শতক ভিটি জমি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ঐ সম্প্রদায়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী উমা দাস ওরফে উমাশশী দাস** স্বামী ৺বলাই চন্দ্র দাস সাকিম দিগড়া মাঝের পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়া বিগত ইং 2022 সালে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5006/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী দিলীপ ঘোষ** পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ সাকিম রিষড়া পাঁচলোকী(ঘোষপাড়া), মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১৬/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2918/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মুন্না নায়ক** পিতা শ্রী প্রফুল্ল নায়ক, সাকিম ২/২/জি, কে.জি.আর. এস.পথ, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া মল্লিকহাটী, জে.এল. নং ১৯, সাবেক ৩০৩ তথা হাল এল. আর ৭০ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫০৫ তথা হাল এল.আর. ৫৫৯ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী মুন্না নায়ক** পিতা শ্রী প্রফুল্ল নায়ক মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুরজিত রায়, পিতা- স্বর্গীয় রঞ্জিত কুমার রায়, বিগত ইংরাজী ২০১১ সালে চুঁচুড়া সাব রেজিষ্ট্রীকৃত ০৮১৭১ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, মৌজা- বসিপোতা, জে. এল. নং ০৩, এল. আর. ৪৫৩ ও ৪৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ২৭২ নং দাগে ০২ কাঠা শুনা জমি খরিদ করিয়াছে, যাহার বিক্রেতা বিষ্ণুকান্ত ঝা, উক্ত দলিলে বিষ্ণু কান্ত ঝা এর পক্ষে লক্ষী কান্ত মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় কানাই লাল মন্ডল আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত হন। যাহার নম্বর- IV-0129/2008 এ. ডি. এস. আর. জনাই রেজিষ্ট্রীকৃত হয়।

উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যবধি বলবৎ রহিয়াছে উক্ত তপশীল সম্পত্তি মিউটেশন করিয়া নাম পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও শ্রীরামপুর অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
F-1643/1636/1993

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী বসন্ত কুমার ঘোষাল ২) শ্রী হেমন্ত কুমার ঘোষাল উভয়ের পিতা পাঞ্চকড়ি ঘোষাল সাং- চৈতন্যপুর, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী- ৭১২৪০৩ ও হাল সাং ১৭৩ নং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড, উত্তরপাড়া, থানা ও পোঃ উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, বিগত ইং- 25.01.2010 তারিখে হরিপাল এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-3/2010 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রামপ্রসাদ চক্রবর্তী** পিতী শ্রী নবকুমার চক্রবর্তী সাকিম হরিপাল কামারপাড়া, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী-৭১২৪০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 13/06/2011 তারিখে হরিপাল এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2678/2011 নং দলিল মূলে **সেখ আনিসুর আলি** পিতা সেখ আনোয়ার আলি মহাশয়কে 09 শতক বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয় করি। অতঃপর **সেখ আনিসুর আলি** পিতা সেখ আনোয়ার আলি মহাশয় তাহার খরিদা 09 শতক বাস্তু সম্পত্তির **আসমত আলি** পিতা রজব আলি মহাশয়কে 27/02/2018 তারিখে হরিপাল এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-639/2018 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন। অত্রপর **আসমত আলি** পিতা রজব আলি তাহার খরিদা 09 শতক বাস্তু সম্পত্তির মধ্যে 4.5 শতক **সেখ সেবকাত আলি** পিতা সেখ রজব আলি মহাশয়কে 24/06/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1720/2024 নং হেবানামা দলিল মূলে হেবা করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা চৈতন্যপুর, জে.এল.-63, হাল এল. আর 128 (বসন্ত কুমার ঘোষাল) খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 293 দাগে বাস্তু ষোল আনায় 57 শতকের মধ্যে 09 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আসমত আলি** পিতা রজব আলি ও **সেখ সেবকাত আলি** পিতা সেখ রজব আলি উক্ত খরিদা/হেবা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী রামপ্রসাদ চক্রবর্তী**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, ১) সন্দীপ কুমার বিশ্বাস, পিতা- ঁসুভাষচন্দ্র বিশ্বাস, সাং- চন্দ্রকোনারোড, পোঃ- সাতবাঁকুড়া, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে আমমোক্তার নামা যাহার নং IV-961, তাং- ১৪-১২-২০১৬, ডি.এস.আর-II আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন শ্রীশ্রী ভবতারিনী হিমঘর প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে ডাইরেক্টরগণ।

তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৪ দিনের মধ্যে বি.এল.এল.আরও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজ পত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- সারবেড়া, জে.এল. নং- ৪৬৬, খতিয়ান নং- ৬২৪, দাগ নং- ২৬, ২৭, ২৯, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৫/২৫২। মোট পরিমান- ২.০৮ একর।

Susanta Kumar Jana
Advocate
Midnapore Judges' Court
Enro No.- F-886/2007

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে মার্চ। ১৩ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কুম্ভরাশি। অষ্টত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী ও রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি। আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। যধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। ঢোল গ্রাম বারুনী উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভাগাড়ের বিকল্পের খোঁজে প্রশাসন, স্থানীয় বিক্ষোভে পিছু হটল পুরনিগম

বেলগাছিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ধসের ফলে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন সঙ্কট তৈরি হয়েছে। প্রশাসন দ্রুত বিকল্প ভাগাড়ের সন্ধানে নেমেছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার শিবপুরের আরুপাড়া এলাকায় নতুন ভাগাড় স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্থানীয়রা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান, যার ফলে পুরনিগমকে পিছু হটতে হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে বর্জ্য মজুত করার সময় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, আবর্জনার স্তূপ জমে গিয়ে মাটির ধারণক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানান, 'আবর্জনার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে, যা আগুন লাগার অন্যতম কারণ। তাই, ভাগাড়ে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা না হলে আগামী দিনে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে।' বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধসের পরে প্রশাসন নতুন ভাগাড়ের জন্য শিবপুরের আরুপাড়া এলাকাকে চিহ্নিত করে। কিন্তু বুধবার সকালে সেখানে বর্জ্য বহনকারী গাড়ি পৌঁছতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাস্তা অবরোধ করে তাঁরা জানান, 'এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ভাগাড় হলে এলাকাটি দূষণের কবলে পড়বে, যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' এই প্রসঙ্গে হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা স্থানীয়দের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আপাতত এক থেকে দেড় মাসের জন্য আরুপাড়ায় বর্জ্য ফেলা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে, বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।' সুজয় চক্রবর্তী আরও বলেন, 'আমরা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং বৈদ্যবাটি পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করেছি। পরিকল্পনা ছিল, এক মাসের মধ্যে কলকাতার কিছু বর্জ্য অপসারণ করা হবে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের আপত্তি থাকায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও আমরা বৈঠক করেছি।' তবে এখন প্রশ্ন থাকছে, আগামী দিনে হাওড়ার দৈনিক ছ'শো মেট্রিক টন বর্জ্য কোথায় ফেলা হবে?

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রশাসনের লোহার কন্টেনার ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, অস্থায়ী আশ্রয়ের পরিবর্তে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকে। এক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা মঞ্জু পাশোয়ান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমরা এই জায়গা ছাড়ব না। কন্টেনারে যাব না।' তিনি বলেন, স্কুল'পুলিশও একই কথা বলেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। এখানে চারপাশে কত কিছু হচ্ছে! আমি পুরুষ-মহিলায় তফাত করি না, কিন্তু অচেনা কারও সঙ্গে বাড়ি ভাগ করে নেওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু শেষ। এটা শুধু বর্জ্য নয়, সবই শেষ হয়ে গেছে। তাপমাত্রা বাড়লে আগুন লাগবে, তখন কী হবে? আমাদের কী করার আছে? কিচ্ছু করার নেই।' অন্যদিকে, আরেক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা মহেশ সাউ বলেন, 'ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু এত দূর যেতে সাহস পাচ্ছি না। আমি প্রতিদিন যাব, নিজের জিনিসপত্র ঘরে রেখে আসব। কী করব?' বিজয় দাস বলেন, 'জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের।'

মঞ্চস্থ হল বিমূর্ত পরিচালিত দুটি নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পোকামাকড় এর কুটুম ও তারকা। তপন থিয়েটারে উপস্থিত দর্শকদের তাদের অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করলেন বিমূর্তর কলা কুশলীরা। নিপুণ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছিল এই দুই নাটকের ভাবনা। বর্তমান সময়ের বিষয়গুলি তুলে ধরা হল বিমূর্তর প্রযোজনায়।

বাজি শিল্পে দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা শিবির উদ্বোধনে গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং সংগঠনের সদস্যরা।

মহাযজ্ঞের ৬৯তম উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত কলকাতা পার্কের রবিবাসরীয় তারকব্রহ্ম নামসংকীর্তন মহাযজ্ঞের ৬৯তম বার্ষিক উৎসব উদযাপন করা হবে শ্রীশ্রীসীতারাম বৈদিক বিদ্যালয়ে। সত্যধর্ম প্রচার সংঘ পার্কের নামের সভাপতি হিমাংশু রায় জানিয়েছেন, রবিবার ৩০ মার্চ ২০২৫ তারিখে এই উপলক্ষে উত্তর কলকাতা আলমবাজার সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব মঠের নিকট বৈদিক বিদ্যালয়ে সকাল থেকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাম মহাযজ্ঞের উৎসব পালিত হবে। মধ্যাহ্নে প্রসাদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জাল শংসাপত্র, দুই সরকারি আধিকারিককে শোকজ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ওবিসি শংসাপত্র ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। অভিযোগ, দু'বছর আগে দুটি জাল জাতিগত শংসাপত্র ইস্যু করেছিলেন দুই সরকারি আধিকারিক। সম্প্রতি এ নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়তেই তদন্ত শুরু করে নবান্ন। সেই তদন্তের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর দ্রুত তদন্তে নামে। প্রাথমিক তদন্তের পরেই খড়গপুর ও ব্যারাকপুরের দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দুই আধিকারিক অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, তাঁরা জাতিগত শংসাপত্র প্রদান সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে ভুয়ো নথি ইস্যু করেছিলেন। সরকারি তদন্তে উঠে এসেছে, ওই ভুয়ো শংসাপত্রের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের সুবিধা নিয়েছেন বহু ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অন্তত ৪৫টি জাতিগত শংসাপত্রের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, এগুলির মধ্যে একাধিক শংসাপত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশাসনিক মহল মনে করছে, শুধুমাত্র এই দুই আধিকারিক নন, এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারেন। তাই তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, 'সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। যে কোনও সরকারি দফতরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

ওবিসি শংসাপত্র বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ওবিসি শংসাপত্র বিতরণে অনিয়ম, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য এবং শিক্ষার অপমানের অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, রাজ্য সরকার ভোট ব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করছে, যা সংবিধানবিরোধী এবং অবৈধ। তিনি উল্লেখ করেন, উচ্চ আদালত সম্প্রতি একটি অবৈধ নির্দেশিকা খারিজ করেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। তবু ১০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া একটি সমীক্ষা সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপন্থী বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, 'ওবিসি শংসাপত্রের ক্ষেত্রে ১১৩টি বাতিলকৃত মামলার মধ্যে ১০৯টি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।' তাঁর মতে, এটি স্পষ্টতই ভোট ব্যাংকের রাজনীতির প্রতিফলন। সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং বাংলাদেশ মডেলে কাজ শুরু করেছে।' তিনি অভিযোগ করেন, রামনবমীর মতো হিন্দু উৎসব পালনে অনুমতি না দেওয়া এবং হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বাংলার শিক্ষার মানকে হাস্যকর অবস্থায় নামিয়ে এনেছেন।' ব্যবসা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'লন্ডন থেকে কি ব্যবসা আসছে? আমার এতে কিছু যায় আসে না। অপ্রয়োজনীয় ব্যবসার কোনও মূল্য নেই।'

বালিগঞ্জ আরুষি'র বিশ্ব নাট্যদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব নাট্যদিবস এর চারদিন আগেই গত ২৩শে মার্চ রবিবার তৃপ্তি মিত্র নাট্য গৃহে 'আরুষি পার্বণ' এর অঙ্গ হিসাবে পালিত হলো 'বিশ্ব নাট্য দিবস'। বালিগঞ্জ আরুষির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব অরূপ রায়, অরিন্দম রায় এবং সুপর্ণা ভট্টাচার্য।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অতিথিবর্গ এবং আরুষির পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক অভিবাদন করেন সুমিত দাশগুপ্ত। একে একে বক্তব্য রাখেন সুপর্ণা ভট্টাচার্য, অরূপ রায়, অরিন্দম রায়। অরূপ রায় বলেন থিয়েটার জগৎটা খুবই ছোট, কিন্তু তার কথা বলার ক্ষমতা প্রচুর। তাই থিয়েটারকে সব দিক থেকে দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টাকে নস্যাৎ করে এগিয়ে যেতেই হবে এবং সকলে মিলে লড়ে যেতে হবে প্রানপন। অরিন্দম বাবু বলেন, 'থিয়েটার সর্বদাই সত্য কথা বলে এবং সত্যকে আশ্রয় করেই এগিয়ে গেছে, ভবিষতেও সত্যকে ভিত্তি করেই থিয়েটার তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবে।' সুপর্ণা দেবি বলেন, 'নাটক বা থিয়েটার করতে হলে একজন নাট্যকর্মীর যাপনটাও সৎ হওয়া ভীষণভাবে দরকার।' বিশিষ্ট জনদের বক্তব্যের পর বেহালা থার্ডবেল নিবেদন করেন তাদের মঞ্চসফল নাটক প্রবীর গুহর 'সোয়াচান পক্ষীর বাসা', নির্দেশনা ও একক অভিনয়ে শান্তনু ভট্টাচার্য। সবশেষে নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা নিবেদন করে - মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত ও আরুষ দত্ত নির্দেশিত নাটক 'কাঁথা'।

বরখাস্ত তৃণমূলের শিক্ষক নেতা শেখ সিরাজুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা শেখ সিরাজুল ইসলামকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার জানিয়ে দিল, সিরাজুল ইসলামকে আর শিক্ষক পদে রাখা যাবে না। তাঁর নিয়োগ সম্পূর্ণ বেআইনি। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আজ থেকেই বরখাস্তের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

এর আগে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই মামলায় সিরাজুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে চাকরি রক্ষা করতে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এদিন হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, তাঁকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতেই বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'হাওড়ার শিবপুর স্কুলের এই শিক্ষক দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন। সেই নিয়োগ আইনসম্মত নয়।' তাই তাঁকে চাকরি থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, শেখ সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে আগেও নানা অভিযোগ ছিল। ২০০১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর চাকরি গিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই তিনি স্কুলে শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সাধারণ সম্পাদক পদও পেয়েছিলেন। যখন রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় চলছে, তখনই কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিভাগের নিয়োগেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে। সেই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই তদন্তেই শেখ সিরাজুল ইসলামের নাম উঠে আসে। আদালতে প্রশ্ন ওঠে, এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের শিক্ষা সেলের গুরুত্বপূর্ণ পদ কীভাবে পেলেন সিরাজুল? কেন তাঁর বিরুদ্ধে আগে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই কি পুলিশ এফআইআর করতে দেরি করেছিল? আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে দেরি করেছিল।' এই বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। এরপরই হাওড়া সদর থানায় তড়িঘড়ি তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

শেষ চেষ্টা ব্যর্থ, আদালত জানিয়ে দিল চাকরি আর রাখা যাবে না বুধবার বিচারপতি মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি শুরু হয়। কিন্তু শুনানি শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আদালত জানিয়ে দেয়, তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

'ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি সভাঘরে আয়োজিত হয়েছিল ভারতের স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল বিষয়ক আলোচনা এবং ডা. সুতপা জ্যোতি, সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের অনুষ্ঠান। সঞ্চালনায় ছিলেন সোমা দাস বোস, জনসংযোগ আধিকারিক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. সংঘমিত্রা বাসু, প্রাক্তন অধ্যাপক, আইআইটি খড়গপুর, রাজেন্দ্র যাদব, সুপারেন্টেডিং আর্কিওলজিস্ট, এএসআই, কলকাতা, অনন্যা ভট্টাচার্য, ইকোমোস এবং জি এম কাপুর, ইনটেক। বইটির প্রকাশক সিগনেক প্রেস আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ভারতের স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল বিষয়ক আলোচনায় তাঁরা বলেন, এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এটি একটি গ্রন্থ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই বইটি খুবই প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব ঐতিহ্য নির্বাচন স্বীকৃতি পদ্ধতিগত নিয়ম কানুন, স্বীকৃতি পাওয়ার মানদণ্ড, সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এছাড়া ভারতের সর্ব মোট ৪৩টি স্বীকৃত ঐতিহ্যস্থল সম্পর্কে এক মলাটের মধ্যে জানতে বইটি খুবই আকর্ষণীয়।

‘ন্যাক’-এ পশ্চিমবঙ্গের মূল্যায়ণে শঙ্কা বিভিন্ন মহলে

অশোক সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন (ন্যাক)-এর প্রস্তুতি চলছে বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ এদিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। পরিস্থিতি খতিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, দলের নেতা অমিত মালব্য প্রমুখ। অমিতবাবু জানিয়েছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার এই অবস্থা ১,০০০-এরও বেশি কলেজে জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি পরিষদের ‘ন্যাক’ স্বীকৃতি নেই! পশ্চিমবঙ্গে ১,৫১৪টি কলেজ এবং ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তবুও মাত্র ৫১৪টি কলেজ এবং ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ন্যাক’ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে, এর অর্থ হল ১,০০০টিরও বেশি কলেজ এবং ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ন্যাক’ স্বীকৃতি ছাড়াই কাজ করছে। এটি রাজ্যে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করছে।’

একই রকম চিন্তা ডা. সুকান্ত মজুমদারের। কিন্তু এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসরতার তথ্যটা কিরকম? ‘ন্যাক’-এর সর্বশেষ তথ্য বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় মিলিয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে, মোট ২,৬১৯। কর্ণাটকে ১,১১৪। তামিলনাড়ুতে ১,০২৬। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ন্যাক-তকমাপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮ ও ২ হাজার ৫৮১, ৪৪ ও ১ হাজার ০৭০ এবং ৪৬ ও ৯৮০। এর পরে এই তালিকায় যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ। তার পরে পশ্চিমবঙ্গ ১৯ ও ৪৮২, মোট ৫০১।

কেন এ রকম হচ্ছে? চন্দননগর কলেজ শিক্ষা সংসদের সভাপতি রূপন পাঁজার মতে, ‘ন্যাক’ পদ্ধতিতে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা আসছে। সেগুলোর কয়েকটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন, ন্যাক এ বাধ্যতামূলকভাবে ‘অ্যাড অন’ পাঠ্যক্রমের কথা বলা আছে। কিন্তু এতে টাইম ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হয়। কারণ স্নাতকস্তরে ঞ্ছঞ্চচড্ডঞ্জ (ঞ্চড্ডন্থত্বড্ডস্তুব খ:ত্ম ঞ্চন্ত্রত্মুন্ঠ চণ্ডদ্বত্রন্দ্রদ্রন্দ্ধদ্রদ্রন্ ড্ড:ত্মত্রন্স্থাত্মস্তথন্ঠত্র ঞ্চন্দ্রস্থাদ্বদ্বত্রন্ --তে এ ইন্টার্নশিপ বা শিক্ষানবীশি বাধ্যতামূলক রয়েছে। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কাজের সক্ষমতা (এমপ্লয়াবিলিটি) বাড়ানো। ‘অ্যাড অন’ এর উদ্দেশ্যও তাই। একই উদ্দেশ্যে দু’টি পাঠ্যক্রম সূচীতে এত জায়গা নিচ্ছে ফলে শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ক অনার্স ক্লাশের সংখ্যা কমছে। বিগত অর্ধ দশক ধরে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষকদের গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষককুলের গবেষণা প্রোফাইল। সে কারণে কমে গিয়েছে কলেজের ‘ন্যাক’ নম্বর। ইউজিসি গত ১০ বছরে বিভিন্ন সময়ে তাদের জার্নালের তালিকা বদলেছে। এখন অনেক বিষয়ের জার্নাল তালিকায় যথেষ্ট সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত নেই। নতুন জার্নাল অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও জটিল। এর ফলে ‘ন্যাক’-এ গবেষণাপত্র সংক্রান্ত পয়েন্ট তুলতে বেগ পেতে হয়েছে কলেজকে। বিভিন্ন শিক্ষকশিক্ষিকা ‘পিয়ার রিভিউ জার্নালে’ প্রকাশ করেছেন, যেগুলি কলেজ ‘ন্যাক’-এ তার ভিত্তিতে নম্বর পায়নি। ‘ন্যাক’-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোতহবিলের সদ্ব্যবহার করে পরিকাঠামো উন্নয়ন। এর উপর একটি বড় নম্বর থাকে ‘ন্যাক’ মূল্যায়নে। আমরা জানি সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় লিস্টের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিগত বহু বছর ইউজিসি-র পরিকল্পনাভিত্তিক টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতে ইউজিসি-র একাদশ, দ্বাদশ পরিকল্পনার টাকায় কলেজের কাঠামো উন্নয়ন ও মেরামত সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা লাভবান হয়েছিল। কিন্তু শেষ বহু বছর ইউজিসি-র এই খরকম অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কলেজ সামগ্রিক সমস্যাতে পড়েছে।’ এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের উচ্চমাত্রায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ, নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা, সেগুলিকে উন্নত করার মাধ্যমে সুফল মিলেছে বলে দাবি রাজ্যের শিক্ষাবিদদের একাংশের। রূপন পাঁজার এই যুক্তির পরেও প্রশ্ন উঠেছে, এমন তো নয় কেবল পশ্চিমবঙ্গের জন্য ইউজিসি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে! তাহলে অন্য কিছু রাজ্য কীভাবে ভাল ফল করছে? পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান, এখানকার বহু কলেজে অধ্যক্ষ নেই। টিআইসি দিয়ে চালানো হচ্ছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট কলেজ অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ঠ উদ্যোগী হচ্ছে না। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের চিত্তরঞ্জন কলেজ। পরিকাঠামোর অপ্রতুলতায় এতকাল ‘ন্যাক’ করানো হয়নি। শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান, গতবার ‘ন্যাক’-পরিদর্শন কমিটি চিত্তরঞ্জন কলেজে এসে বলে গিয়েছিল অবিলম্বে নতুন কলেজভবনের ব্যবস্থা করতে। এরা সেটা করতে পারেনি। ফলে, মূল্যায়ণ ভালো।

বিধাননগরে আয়কর আধিকারিক সেজে ডাকাতি, ধৃত পাঁচ সিআইএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আয়কর দফতরের আধিকারিক সেজে কলকাতার বিধাননগরে এক ফ্ল্যাটে লুটপাটের অভিযোগে পাঁচ সিআইএসএফ জওয়ান-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন চার মাস আগেও কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধাননগর কমিশনারেটের আওতায় চিনার পার্কের একটি আবাসনে স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে থাকতেন প্রয়াত প্রোমোটার আরপি সিং। গত ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের আয়কর দফতরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, তারা বাড়ির সদস্যদের ভয় দেখিয়ে আলমারি ও সিন্দুক খুলতে বাধ্য করে এবং সেখান থেকে প্রায় ২৫ ভরি সোনা ও নগদ ৩০ লক্ষ টাকা লুট করে পালিয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে আরপি সিং-এর স্ত্রী বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নামে পুলিশ। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগও এই তদন্তে যোগ দেয়। তদন্তে উঠে আসে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে পুলিশ প্রথমে দুই অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করে। পরে ফরাক্কা থেকে আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়, যাঁদের মধ্যে পাঁচজন সিআইএসএফ জওয়ান বলে জানা গেছে। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সিআইএসএফ-এর সিনিয়র ইনস্পেক্টর অমিত কুমার সিং, কনস্টেবল লক্ষ্মী কুমারী চৌধুরী, বিমল থাপা, হেড কনস্টেবল রামু সরোজ ও জনার্দন সাউ। তদন্তে উঠে এসেছে, কনস্টেবল লক্ষ্মী কুমারী মাত্র চার মাস আগেও কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একইসঙ্গে, ধৃতদের সঙ্গে কোনও বড় অপরাধচক্রের যোগসাজশ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রেসার, সুগার অ্যান্টাসিডে মিশ ৩০ শতাংশ জাল ওষুধের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেসার, সুগার, অ্যান্টাসিড থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিকের আসল ওষুধের সঙ্গে মিশে ৩০ শতাংশ জাল ওষুধ। কলকাতার চারটি ওষুধের কারখানায় হানা দেন রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকেরা। তখনই বাজেয়াপ্ত অন্তত ২০ লক্ষ টাকার এমন সন্দেহজনক ওষুধ। এখনও বাজারে ছড়িয়ে কত টাকার জাল ওষুধ তা জানা নেই স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। এই ঘটনায় কার্যতই কপালে ভাঁজ পুলিশ প্রশাসনের। মঙ্গলবার এক যোগে রাজ্যের চারটি ওষুধের কারখানায় হানা দেন রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। মেহতা বিল্ডিং, গিরিয়া ট্রেড সেন্টার, গান্ধি মার্কেট, বাগরি মার্কেটে দিনভর চলে তল্লাশি। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকের হানায় যে তথ্য উঠে এসেছে, তা কপালে ভাঁজ দেওয়ার মতোই। ‘আসল’ ওষুধের বাক্সের মধ্যেই মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘নকল’ ওষুধ। বিভিন্ন নামী কোম্পানির ওষুধ জাল হচ্ছে বলে খবর। ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিতে ৭০৩০ অনুপাতে মেশানো হচ্ছে ওষুধ। অর্থাৎ একটা বাক্সের মধ্যে যদি ১০টা পাতা থাকে, তাহলে ৭ টা আসল, ৩ টে জাল। এরপরই নজরে আসে যখন ওষুধের গায়ের কিউ আর কোড স্ক্যান করা হচ্ছে, তখন দেখাচ্ছে, ‘ডাজ নট ম্যাচ অ্যানি ডকুমেন্টস। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকেরা এও জানান, ‘এমন ঘটনা সবগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে না। যেমন, একটা বাক্সে ১০টা স্ট্রিপ থাকলে, ২ বা ৩ টে স্ট্রিপ এরকম আসছে।’ যে ওষুধের স্ট্রিপগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, সেগুলো পুনরায় যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হবে বলেও জানান আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরাই জানান, ‘অথোরাইজড স্টকিস্ট কিংবা অথোরাইজড ডিলারের কাছ থেকেই ওষুধ কিনুন। সেটা এখন আমরা ইনটিমেশন দিয়ে যাচ্ছি। কল ব্যাক নোটিস দেওয়া হবে।দ আধিকারিকদের পরামর্শ, তআপনারা অনলাইনে ওষুধ কিনবেন না, যেখানে বেশি ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে, সেখান থেকে কিনবেন না। পরিচিত দোকান থেকে কিনুন, ক্যাশ মেমো সব সময়েই নেবেন। ক্যাশ মেমো লেখা ব্যাচ নম্বরের সঙ্গে ওষুধের বাক্সের ওপর লেখা ব্যাচ নম্বর মিলছে কিনা, মিলিয়ে দেখবেন।’ তবে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, সন্দেহজনক ওষুধ বাজেয়াপ্ত হল বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতারি হল না কেন তা নিয়ে।

১৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন কালীঘাট স্কাইওয়াকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাটিতে পাতা ঝাঁ চকচকে টাইলস। রয়েছে চলমান সিঁড়ি। দক্ষিণেশ্বরের আদলেই কালীঘাটে মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য তৈরি হয়ে গেল স্কাইওয়াক। জানা গিয়েছে, আগামী ১৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই উদ্বোধন হতে চলেছে এই নতুন স্কাইওয়াকটি। তার আগে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্কাইওয়াকের খুঁটিনাটি ‘লাস্ট মিনিটের’ জন্য খতিয়ে দেখে নিতে আসরে নেমেছে কলকাতা পুরসভা ও নির্মাণকারী সংস্থা।

পুরসভা সূত্রে খবর, এই স্কাইওয়াকে ওঠা-নামার জন্য রয়েছে মোট তিনটি সিঁড়ি ও চারটি চলমান সিঁড়ি। এছাড়াও, দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কালীঘাট মন্দিরের পটচিত্র। সৌন্দর্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাঁচটি ডোম বা গম্বুজ। তার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে নজরকাড়া আলোকসজ্জাও। এদিকে সূত্রে খবর, কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড ও কালীঘাট থানার সামনে থাকবে এই স্কাইওয়াকের মুখটি। সেখান থেকে উঠে পড়লে এক হাঁটায় সরাসরি পুণ্যার্থীরা পৌঁছে যেতে পারবেন কালীঘাট মন্দিরে। পাশাপাশি, এই স্কাইওয়াক ধরেই আবার যাওয়া যাবে কালীঘাট মার্কেট চত্বরেও। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে দক্ষিণেশ্বরের আদলে এই স্কাইওয়াক তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। হকার সমস্যা ও নানা জটের জেরে কাজ শুরু ২০২২ সালে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, আঠারো মাসের মধ্যে নির্মাণের কাজ শেষ করে মন্দির সংলগ্ন হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে পুরসভা। তবে নানা টালবাহানায় সেই আঠারো মাস এসে ঠেকল তিন বছরে। অবশেষে ৮২ কোটি টাকা খরচ করে ‘স্বপ্নের’ স্কাইওয়াক তৈরি করল কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অর্থনৈতিক সংকট, পরিকল্পনার বেশ কিছু অংশের ত্রুটি এবং ১৭০ মিটার হাইড্রেনের অবস্থানের কারণে বছর বছর ধরে কাজ পিছিয়েছে। সেই কারণেই স্কাইওয়াক তৈরি করতে এতটা বেগ পেতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, স্কাইওয়াক নির্মাণে ২০২১ সালের শুরুতেই হকার্স কর্নারের হকারদের যতীন দাস পার্কে অস্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয় পুরসভা তরফে। তারপর স্কাইওয়াক-সহ নতুন বহুতল হকার্স কর্নার তৈরির কাজে হাত লাগায় তারা। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে সেই নতুন হকার্স কর্নারটি। বুধবার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সেই মার্কেটে মোট ১৭৫ জন ব্যবসায়ীর হাতে নতুন দোকানের চাবি তুলে দিয়েছেন পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। এই হকার পুনর্বাসন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়ও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মোট ১৫ হাজার বর্গফুটের বেশি এই পাঁচ তলা মার্কেটের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় রয়েছে পুরসভার অফিস ও বেশ কয়েকটি হকারদের দোকান। তিন তলা ও চার তলার গোটা ফ্লোরজুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন হকার্স কর্নার। ভবনের পাঁচ তলায় থাকবে পুরসভার আলোক বিভাগের অফিস।

ভুয়ো জাতি শংসাপত্র, কঠোর অবস্থান রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো জাতি শংসাপত্র নিয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত অভিযোগে দুই অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য। ইতিমধ্যেই ইনস্পেক্টর র‍্যাঙ্কের দুই অফিসারকে শোকজ করেছে অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও কল্যাণ দফতর। নবান্ন সূত্রে খবর, জাল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করার পিছনে এদের যোগ থাকার প্রমাণ মিলেছে। খড়্গপুর ও ব্যারাকপুরের দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা শুরু করেছে অনগ্রসর কল্যাণ সম্প্রদায় দফতর। অভিযুক্ত দুই আধিকারিক এর বক্তব্য জানার পর সেই বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখা হবে। যদি অভিযুক্তদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক পদক্ষেপ করা হবে বলে অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেলায় জেলায় জাতি সংসাপত্র নিয়ে জালিয়াতি বা দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। রক্ত বা ভিডিও অফিসের কর্মীদের একাংশ জাতির সর্বত্র দেওয়ার কাজী ব্যাপক দুর্নীতি করছেন বলেও বহুবার অভিযোগ পেয়েছে নবান্ন। শুধু দফতর সূত্র মারফত পাওয়া খবরই নয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও সরাসরি বহু অভিযোগ এসে পৌঁছেছে এই জাতি শংসাপত্র দুর্নীতি নিয়ে। অন্যদিকে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে রাজ্যে ২০১০ সালের পর ওবিসি তালিকা বাতিল হয়েছে। যার ফলে রাজ্যে সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যের পক্ষে এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দরবার বলা হলেও তা কাজে লাগেনি। হাইকোর্টের মামলা ফিরিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপর হাইকোর্টের কাছে সময় চাই রাজ্য সরকার। বিকল্প তালিকা তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের সময় চেয়ে আবেদন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে জাতি শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি স্তরে দুর্নীতির অভিযোগকে রেয়াত করতে নারাজ রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে এই ঘটনায় জড়িতদের সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করার মত কড়া পদক্ষেপ করতে চায় রাজ্য সরকার।

এক্সরে মেশিন ইস্যুতে পার্থ ভৌমিকের দাবি নস্যাৎ পবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই ভাটপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে স্মার্ট ওপিডি-র নতুন ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হল বুধবার। উক্ত অনুষ্ঠানে এসে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক দাবি করেন, হাসপাতালে নাকি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন আসেনি। প্রসঙ্গত, শ্রমিক মহল্লার গরিব মানুষজনের জন্য ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থে ভাটপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে একটি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন এবং একটি ইউ এস জি মেশিন দিয়েছেন। বিধায়কের হাত ধরে উদ্বোধন ছাড়াই ইউএসজি

মেশিনের পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ডিজিটাল এক্সরে মেশিন পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। সাংসদের দাবি নস্যাৎ করে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, গরিব মানুষজন যাতে বিনা খরচায় পরিষেবা পান। তাঁর জন্য তিনি এক্সরে মেশিন দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে আসে ওই এক্সরে মেশিন। তাঁর অভিযোগ, এক বছরের অধিক সময় ধরে এক্সরে মেশিন পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। পবনের দাবি, এক্সরে মেশিনের বিষয়ে জেলা শাসককে একাধিকবার বলা হয়েছে। উনি বলেছেন পি ডব্লু ডি কাজ করছে। এক্সরে মেশিন রাখার ঘর তৈরি হলেই রোগীরা পরিষেবা পাবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই এক্সরে মেশিনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত শ্রমিক মহল্লার মানুষজন অভিযোগ বিধায়ক পবনের। এদিন এক্সরে মেশিনের ছবি-সহ নথি সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরলেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইফতারের ভিডিও পোস্ট করে বাম-তৃণমূলকে বিঁধলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইফতার পার্টির ভিডিয়ো পোস্ট করে বাম-তৃণমূলকে একযোগে কটাক্ষ করলেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর কথা উঠলে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ ওঠে। আর এই সব ক্ষেত্রে ছদ্ম ধর্মনিরেপক্ষতা। এক্স হ্যান্ডেলে এই মর্মে পোস্ট করে তোপ দাগতেও দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছু বছর ধরেই যাদবপুরের ভিতরে ওরেন এয়ার থিয়েটারে ইফতার পার্টির ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রচুর জনসমাগমও হয়। সদ্য সেখানকারই একটি ভিডিয়ো তুলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন সুকান্ত। সঙ্গে লেখেন, ‘এটাই লিব্যারাল বামপন্থীদের মুক্তচিন্তার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যাদবপুর! বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যেখানে বাগদেবী মা সরস্বতীর আরাধনার কথা হলে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ ওঠানো সিউডো-সেক্যুলারদের ভ্রু কুঞ্চিত হয় কিন্তু এসব কেবলই ধর্মনিরপেক্ষতা মাত্র!’

এখানেই না থেমে সুকান্ত টেনে এনেছেন বাংলাদেশের প্রসঙ্গ। লিখছেন, ‘সম্প্রতি বাংলাদেশকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া তৃণমূলপন্থীদের কাছেও বাড়তি অক্সিজেন! সনাতন হিন্দু বিরোধী মতাদর্শ অক্ষুন্ন রেখে বাম-তৃণমূল অজৈব জোটের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে দেবী সরস্বতীর প্রবেশ নিষিদ্ধ কিন্তু এসবে মুখে কুলুপ!’ তবে পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। এ বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, ‘বাংলা সব ধর্মের, সকল সংস্কৃতির মানুষের! তৃণমূল নেত্রী যেভাবে দুর্গাপুজোর সময় যেভাবে দুর্গাঠাকুরের চক্ষুদান করেন, বাড়িতে কালীপুজো করেন একইভাবে ইদের সময় ইদের পরব পালন করেন। পাশাপাশি ২৫ ডিসেম্বর চার্চে গিয়ে গডের কাছে মা-মাটি-মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন।

যোগেশচন্দ্রে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের ওপর ‘হামলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে এবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা। ডে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযোগের তির ৯৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদারের দিকে।

অভিযোগ, মঙ্গলবার বিকেলে কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ সালমান খান (ডাক নাম ভিকি) দলবল নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ সংলগ্ন ইন্দ্রানী পার্কে আচমকাই হামলা চালায়। এই হামলা চালানোর সময় রেয়াত করা হয়নি ছাত্রীদেরও। তাঁদের উপরেও চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ মারধরের পাশাপাশি খুন ও ধর্ষণের হুমকিও দেয় সালমান ও তাঁর ছেলেরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গুরুতরভাবে জখমও হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। খবর পেয়ে চারু মার্কেট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এরপর পুলিশের গাড়িতেই এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহতদের।

এই ঘটনায় আক্রান্ত এক ছাত্রী জানান, ‘৯৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদারের ছেলেরা এসে আমাদের মারতে শুরু করে। বিনা কারণেই মারধর করে।’

ভাটপাড়ায় হাসপাতাল সুপারের নতজানু হয়ে প্রণাম ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে হাসপাতাল সুপারের নতমস্তকে প্রণাম ঘিরে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার ছিল ভাটপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে স্মার্ট ওপিডি-র নতুন ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক ও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত। তাদের উপস্থিতিতেই এদিন সাংসদ পার্থ ভৌমিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম। সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে হাসপাতাল সুপারের নতজানু হয়ে প্রণাম ঘিরে জোর চর্চা

শুরু হয়েছে। সাংসদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি লিখেছেন, জনসমক্ষে একজন সরকারি কর্মকর্তা জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও সি এম ও এইচের উপস্থিতিতে পার্থ ভৌমিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। যা মোটেই ভালো লক্ষন নয়। তাঁর দাবি, সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে সরকারি অফিসার কিংবা সরকারি আমলা কাউকেই এভাবে নতজানু হয়ে প্রণাম করা উচিত নয়। তাঁর কটাক্ষ, রেফার রোগে জর্জরিত ভাটপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল। যেখানে নেই চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ান। এমনকি হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার জন্য নেই পর্যাপ্ত সাফাই কর্মী। তথাপি সেখানে করা হচ্ছে স্মার্ট ওপিডি ভবন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে শেষ করে দিয়েছে পার্থ ভৌমিক ও সনৎ দে। পুরসভার মাতৃসদনকে রোজগারের জায়গা বানিয়েছে সনৎ দে। তাছাড়া জাল ওষুধের কারবারের সঙ্গে এঁরা ফু। সিবিআই তদন্ত হলে সবকিছুই প্রকাশ্যে আসবে।

বারুইপুরে পুলিশ সুপারের অফিসের বাইরে বিজেপির বিক্ষোভের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরে বিজেপির মিছিলে শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে এ অভিযোগও আনা হয় যে, আক্রান্ত হন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। এরপরই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ও বিধায়ক শঙ্করের উপর মলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে বিজেপি। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার বারুইপুরে পুলিশ সুপারের দফতরের বাইরে প্রতিবাদ বিক্ষোভেরও অনুমতি চায় তারা। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর বসু নির্দেশ দেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্মসূচি পালন করা যাবে। একহাজার কর্মী, সমর্থক নিয়ে কর্মসূচির অনুমতি দিল হাইকোর্ট। সর্বোচ্চ ২৫টি মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল এলাকা বাদ দিয়ে ৫০০ মিটার এলাকায় মাইক ব্যবহার করা যাবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মার্চ শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়কদের কর্মসূচি ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছিল বারুইপুর। এদিন হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে বিজেপির আইনজীবী বলেন, শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং বিরোধী দলনেতা আক্রান্ত হন। সঙ্গে গাড়িতেও হামলা চালানো হয়। পাশাপাশি বিজেপির আইনজীবী জানান, রাজ্যের হাতে প্রচুর দক্ষ পুলিশ আছে। রাজ্যে নিজেই বলেছে যে শেষ কর্মসূচিতে ৪৫০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন। এরপরই তিনি প্রশ্ন তোলেন, এতো পুলিশকর্মী থাকতে বিক্ষোভের অনুমতি দিতে অসুবিধা কোথায় তা নিয়েই। এরপরই বিচারপতি বিজেপির আইনজীবীর কাছে জানতে চান, আগেরবার গণ্ডগোল কেন হয়েছিল? তখন বিজেপির আইনজীবী বলেন, পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে এমন ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির আরও বক্তব্য, যেখানে বিরোধী দলনেতা আক্রান্ত হন, সেখানে পুলিশের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাওয়া উচিত। এরপরই রাজ্যের তরফে বলা হয়, পুলিশ সুপারের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য বিজেপির আইনজীবী পুলিশকে ই-মেইল করেছিলেন। পুলিশের তরফে পাল্টা ইমেইল করে তথ্য চাওয়া হয়। কিন্তু তার আর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। বিচারপতি বলেন, বিবাদের কিছু নেই। যদি পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়, তাহলে পুলিশকে পদক্ষেপ করতেই হবে। গাড়িতে হামলা নিয়ে রাজ্যের তরফে এদিন বলা হয়, ‘প্রায় ৪৫০ জন পুলিশ ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্তারা ছিলেন। আমরা সমস্ত ফুটেজ খতিয়ে দেখেছি। যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বিরোধী দলনেতার ছোঁয়া পর্যন্ত লাগেনি। গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা দেখিনি।’

তখন বিজেপির হাতে থাকা ভিডিয়ো ফুটেজ পুলিশকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ফের শুনানি। তবে বারুইপুর পুলিশ সুপারের দফতরের বাইরে কর্মসূচির অনুমতি এদিন দেন বিচারপতি। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

গ্যাসের ভর্তুকি দেওয়ার নামে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনব কায়দায় প্রতারণার ঘটনা কলকাতায়। অভিযোগ, গ্যাসের ভর্তুকির টাকা বেশি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে টোপ। সঙ্গে এও জানানো হয়, ১৯ টাকার পরিবর্তে ২২০টাকা ভর্তুকি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়। আর এই ফাঁদে পা দিয়েই ১লক্ষ ২৪ হাজার টাকা খোয়ালেন চেতলার বাসিন্দা।

প্রতারিত ব্যক্তি জানান, গ্যাসের কর্মী পরিচয় দিয়ে প্রথমে ফোন করা হয় ওই ব্যক্তিকে। তারপর তাঁকে গোটা বিষয়টি বোঝানো হয়, কীভাবে তিনি ১৯ টাকার পরিবর্তে ২২০টাকা করে ভর্তুকি পেতে পারেন। ওই ব্যক্তির ফোন নম্বর চেয়ে নেওয়া হয়। এরপর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয় লিঙ্ক। লিঙ্ক ক্লিক করতেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চেতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যক্তি। প্রতারিক এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমাকে ফোন করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, গ্যাসের সাবসিডি কত টাকা করে পাচ্ছেন? ১৯ টাকা ৫০ পয়সা পাই। আমাদের বলা হয়, ২২০টাকা করে পাবেন। এটা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। লকডাউন পিরিয়ডের সময়ে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত যেটা ডিউ রয়েছে, সেটাও পাবেন। এই বলে একটা লিঙ্ক পাঠান।’ এতো সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পরও কেন এমন ঘটনা সে ব্যাপারে প্রতারিত ব্যক্তির বক্তব্য, গ্যাস অফিস থেকে চেনা একজন লোকের নাম করে করা হয়েছিল ফোন। ফলে বিশ্বাসও করেও নিয়েছিলেন তিনি। এরপর দেখা যায়, ফোন নম্বরটা কল করলেও গ্যাস অফিস লেখা উঠছে।

সম্পাদকীয়

মহাকুম্ভের মত তৎপরতা তো অশিক্ষা কিংবা দারিদ্র দূরীকরণে দেখা যায় না

গত প্রায় দু'মাস ধরে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ ২০২৫ নিয়ে যে বিপুল ঢক্কানিনাদ হয়ে চলল, তাতে মনে হল এই উপমহাদেশে একটি মাত্র কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। তা হল; মহাকুম্ভের 'পবিত্র স্নান'। পুণ্যলোভাতুর প্রায় অর্ধেক ভারতবাসী এই স্নানে শামিল হয়েছিলেন। সরকার থেকে ব্লগার, মিডিয়ার সমস্ত বিভাগ থেকে সমাজমাধ্যম, এমনকি ব্যক্তিগত মুঠোফোনেও এসএমএস পাঠিয়ে একতার মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ, এমন তৎপরতা তো অশিক্ষা কিংবা দারিদ্র দূরীকরণ কিংবা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের জন্য দেখা যায় না? মানুষকে অলীক পুণ্যলাভের পিছনে দৌড় করানোর জন্য রাষ্ট্রের যে অতন্দ্র উদ্যোগ, প্রশাসনিক তৎপরতা, পরিশ্রম, বিজ্ঞাপন-সহ বিবিধ খরচের বহর লক্ষ করা গেল, তার কণামাত্রও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য দেখা যায় না। আসলে, প্রশ্নহীন আনুগত্য এক প্রকার গড্ডলিকা প্রবাহের জন্ম দেয়। সবাই কুম্ভে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করে আনছে, আমার হল না। আর রাষ্ট্রের তরফে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে, ১৪৪ বছরে এই এক বার। এ বার না হলে আর এ জীবনে হবে না। কিন্তু আসল তর্কটা হল ভারতের মানুষের জীবন সম্বন্ধে, মানুষের ভাববাদী সংস্কৃতির প্রতি আশ্লেষের সম্বন্ধে, বিজ্ঞানবিমুখতার প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ ও সক্রিয় ইন্ধন জোগানোতে। অবাক লাগে চার্বাকের পদধূলি ধন্য এই ভারতের মানুষ কেমন অদ্ভুত ভাবে প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছেন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনজীবনের সকল ক্ষেত্রই আজ প্রশ্নের দ্বারা আকীর্ণ হওয়া উচিত। মানুষ তথা সমাজ আরম্ভ করবে বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এরই ফলে ঘটবে আমাদের আদর্শের দ্রুত রূপান্তর। সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্তবুদ্ধি মানুষই তাঁর দ্বান্দ্বিকতার কষ্টিপাথরের সত্যতায় যাচাই করে নতুন ভাবে গড়বে। অন্যথায় রাজনৈতিক আবর্তের ঘোলাজলে তৈরি 'বিষকুম্ভ'-এ আপতিত হবে।

শব্দবাণ-২৩১

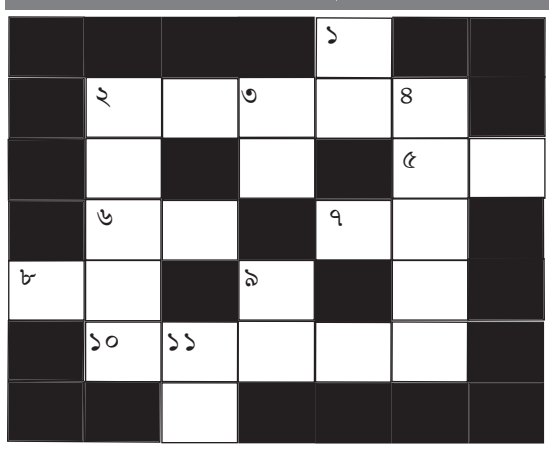

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. উপাধি ৩ .মৈনাক পর্বত ৪. চলছে এমন, চলন্ত ৬. শুভাশুভ লক্ষণ ৯. সুন্দর, শোভাময় ১০. ভদ্র ব্যবহার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দুই ২. গৃহ,ভবন ৩. মিষ্টভাষিণী ৫. ভর্ৎসনা,ধমক ৭. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ৮.পানীয়।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩০

পাশাপাশি: ২. আইনজীবী ৫. রক্ত ৬. নম্র ৭. অকু ৮. যুগ ১০. তলপ্রহার।

উপর-নীচ: ১. বাজী ২. আইনগত ৩. নভ ৪. বীরকুঞ্জর ৯. ক্ষীপ্র ১১. লম্বা।

জন্মদিন

আজকের দিন

অস্কার ফার্নান্ডেজ

১৯৩৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বানোয়ারিলাল জোশির জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অস্কার ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট বক্সিং খেলোয়াড় অখিল কুমারের জন্মদিন।*

সপ্তাহে ৭০ থেকে ৯০ ঘন্টা কাজের সওয়ালে দেশপ্রেম নেই, আছে নগ্ন ব্যবসায়িক স্বার্থপরতা!

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনের জন্য কাজ জরুরি হলেও কাজের জন্য জীবনকে দেখায় গড়মিল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । কাজকে কেন্দ্র করে যখন জীবনের অস্তিত্ব আবর্তিত হয়,তখন তা অস্বাভাবিকতায় দুর্ভার মনে হয় । সেখানে সাধ, সাধ্য ও সক্ষমতার সম্পর্কটি আমরা কোনওভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না। সেক্ষেত্রে যত বেশি সময়, তত বেশি কাজের প্রত্যাশায় কাজের সময় অতি বৃদ্ধিও অস্বাভাবিকতায় অমানবিক মনে হতে পারে। সম্প্রতি কাজের সময় নিয়ে এরকম অপ্রত্যাশিত চাহিদা অস্বাস্থ্যকর বিতর্কের সৃষ্টি করেছে । এমনিতেই শ্রমিকের দিনে আট ঘন্টার কাজের সময় থেকে আরও অতিরিক্ত সময় কাজ করার ক্ষেত্রে ওভারটাইমের কথা আমাদের শোনা। অবশ্য সেই ওভারটাইম শ্রমিকের সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করায় অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে বেশি কাজ করে বেশি আয় করার সদিচ্ছা জেগে ওঠে । সেই সদিচ্ছা বা চাহিদাকে বাধ্যতামূলক করে দেখা কখনওই সমীচীন হতে পারে না। অতিরিক্ত আয়ের প্রয়োজনেই লোকে অমানুষিক পরিশ্রম করে থাকে। তা স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে কোনওভাবেই প্রত্যাশিত নয়। সেখানে কয়েক মাস আগে ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণমূর্তি দেশের তরুণদের কাছে সপ্তাহে সত্তর ঘন্টার কাজের আহ্বান করে যে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, তার রেশ না কাটতেই অচিরেই তা আরও বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। এন আর নারায়ণমূর্তির দিনকয়েক পরে লার্সেন এন্ড টুব্রোর চেয়ারম্যান এস এন সুব্রহ্মণ্যন সপ্তাহে নব্বই ঘন্টা কাজের সওয়াল করে বিষয়টিকে আরও অস্বাভাবিক প্রত্যাশার অশনি সংকেত করে তোলেন । এমনিতেই তীব্র গতিময় আধুনিক জীবনে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন আজ বিপন্ন। সেখানে কর্মজীবনের ভারে নতজানু মানুষের মানসিক চাপ কমানোর কথা তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বেশি কাজের চাপে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে গিয়ে উৎপাদক শ্রমিকের কার্যক্ষমতা হ্রাসের সম্ভাবনাই শুধু নয়, তার জীবনের চাহিদাতেও বেসামাল হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । কাজের সময় বৃদ্ধির চেয়েও কর্মীর সময় দেওয়ার সক্ষমতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জীবনের জন্য কাজকে কাজের জন্য জীবন করে নেওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, সেখানে আরও একটি জরুরি বিষয় উপেক্ষিত হয়। তা হল, কাজের সময়কে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে সময়ের কাজকেই অস্বীকার করা।

আসলে শারীরিক কাজ বা কায়িক শ্রম দেখা যায়, বোঝা যায় । বাঁধাধরা সময়ের পরিসরেই তার মূল্যায়নও চলে, প্রত্যাশাও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেখানে মানসিক শ্রম অদৃশ্য, লক্ষ্যাভিমুখী চলে অবিরত । সময়ের সীমায় তা অধরা মাধুরী । সেখানে সবার অলক্ষ্যে থাকে গভীর অধ্যবসায়, কঠোর সাধনা ও অনুশীলন এবং সনিষ্ঠ আত্মত্যাগ। সেক্ষেত্রে কাজের সময়ের বাড়বাড়ন্তের লক্ষ্যেই সেই সময়ের কাজ উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রপাতির যতই উন্নতি ঘটুক,বণিকতন্ত্রে এখনও মানুষের শ্রমের কোনও বিকল্প নেই। সেখানে কাজের সময় বাড়িয়ে আরও বেশি কাজ,আরও বেশি উৎপাদন,আরও বেশি মুনাফার হাতছানি স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমের বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতা নেমে আসে। কাজের সময় বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার তৎপরতা সর্বত্রই ব্যবসায়ী মনোভাব অতি সক্রিয়তায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন সাপ্তাহিক ছুটি বাড়িয়ে সরকারি কর্মচারীদের মানসিক চাপ কমানোর কথা শোনা যায়, অন্যদিকে তেমনই তার উল্টো পথে বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজের সময় বাড়ানো বা ওভারটাইমে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা জারি থাকে। তারই পরিসরে কাজের সময় বাড়ানো নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কটি আপনাতেই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে । তা নিয়ে রীতিমতো গণমাধ্যমে শোরগোল পড়েছে। সপ্তাহে সত্তর ঘন্টা থেকে নব্বই ঘন্টা কাজের সময় করার সওয়াল স্বনামধন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানদের মুখে উঠে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই তা নিয়ে অপ্রত্যাশিত শ্রমিক বিরোধী মানসিকতা সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । প্রথমত, কাজের সময় বাড়ালেই উৎপাদন বাড়বে বা সাফল্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে এ রকম ধারণা যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও শ্রমিক বা কর্মীর উপরে স্বাভাবিক নয়। রক্তমাংসের মানুষ শরীর, মন ও মানসিকতার সঙ্গে সাধ সাধ্য ও সক্ষমতার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। সেখানে কাজের সময় বাড়াতে চাইলেই বাড়ানো যায় না,তার সঙ্গে বাড়তি সময়ে শ্রমিকের কাজ করার সক্ষমতার প্রশ্নটিও জড়িত । সেই সক্ষমতা শারীরিক ও মানসিক ভাবেই জড়িত নয়, শ্রমিকের জীবনের সঙ্গেও বিজড়িত । কাজের সময় বাড়াতে গিয়ে তার জীবনযাপনের স্বাভাবিক সময় কমে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, কাজের চাপে বিপন্নতাবোধে জীবনকেই অভিশপ্ত মনে হওয়া স্বাভাবিক । দ্বিতীয়ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে সদিচ্ছা থাকলে সময়ের মধ্যেই অনেক বেশি কাজ করা যায় । এজন্য কাজের সময় বাড়িয়ে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ বাগিয়ে নেওয়ার মধ্যে ব্যবসায়ী দৃষ্টি যত বিস্তার লাভ করে, কাজের চাপে শ্রমিকের স্বাভাবিক জীবন ততই আহত ও ব্যাহত হয়। যেখানে কর্মীর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির স্বার্থেই তার স্বাস্থ্যকর অবকাশ ও ছুটি অত্যন্ত জরুরি, সেখানে কাজের সময় বাড়িয়ে তা লঘু করার আয়োজন শুধু কর্মীর জীবনকেই অমানবিক করে তোলে না, ব্যবসায়িক স্বার্থে কতটা সাফল্য পাবে,তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

অন্যদিকে সময়ের কাজ সময়ে করার পাঠ আমাদের ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়ে যায় । সেখানে অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী সময়কে কাজে লাগানো নিয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি অভ্যাসের ফেরে পড়ে বলে বাবে বারেই সময়ের তর্জনী আমাদের জাগিয়ে তুলতে চায়, চাগিয়ে রাখতে সদা সক্রিয় থাকে। নদীর স্রোতের মতোই তার নিরন্তর চলনে মানুষের দৈনন্দিন কাজে তার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখার জীবন যে কখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলতে শুরু করে,আধুনিক বিশ্বের দ্রুতগামী যন্ত্র সভ্যতায় আঙুলের ডগায় অনলাইনে মগ্ন জীবনে তা ফিরে দেখারও আর ফুরসত নেই আমাদের । সময়ের মূল্যবোধ দ্রুততার সঙ্গে বদলে যায় । একসময় মনে করা হত 'Time is precious'। পুরনো মূল্যবোধে সময়ের অমূল্য পরিসর নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে । রামপ্রসাদী গানে তার পরিচয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে, 'এমন মানব-জমিন রইল পতিত/ আবাদ করলে ফলত শোনা।' শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক চেতনাতেও তার বিস্তার, 'মরণের ফুল বড় হয়ে ওঠে জীবনের উদ্যানে'। শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদীদের চোখে সময়ের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় । তখন সময়ই অর্থমূল্য লাভ করে। বিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে সময় আরও মহার্ঘ হয়ে ওঠে । অর্থের গরিমায় সময়ের মূল্য দ্রুত গতিতে আরও বেশি গতি লাভে মুখর হয়ে ওঠে । আধুনিক ভোগবাদী জীবনে টাকা যেভাবে মধুকেও হার মানিয়ে চলে 'Money is sweeter than honey', সেভাবে সময়ও অর্থে একাত্ম হয়ে যায় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে পণ্যায়িত বিশ্বে সময়ের অর্থমূল্য প্রাপ্তির কথা মনে করিয়ে উদ্ধৃত করেছেন, 'Time is money'। সেক্ষেত্রে শুধু ঘড়ির কাটায় কাজের সঙ্গে সময়ের যোগই আধুনিক সময়ে মহার্ঘ হয়ে ওঠেনি,কীভাবে সময়কে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি উদ্ভাবনী শক্তিতে বা সাধনায় নিমগ্ন হওয়া যায়,তার সদর্থক ভূমিকাও বর্তমান । সেখানে সময়ের সীমায় কর্মীকে বেঁধে রেখে তার শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে আখেরে তার কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার প্রতি অবিচার করা হবে। সময়ের পরিসরে যা স্বাভাবিক,অতিরিক্ত সময়ে অতিরিক্ত আদায় করতে গিয়ে ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যে তা কখনওই সম্ভব নয় । বরং সময়ের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে গিয়ে তার চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন কাজের গতি কমে আসবে, তেমনই তার সাধনায় উদ্ভাবনী শক্তি অকেজো হয়ে পড়বে। কেননা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে অদৃশ্য সাধনা কেজো মূল্য লাভ করে না। অন্যদিকে কাজে বেশি সময় দিতে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনের সময়ই কমে যায় না, কর্মক্ষেত্রের চাপে পারিবারিক জীবনেও বিপর্যয়ের প্রবল সম্ভাবনা । এমনিতেই আধুনিক বিশ্বে সময়ের গতিতে পিছিয়ে পড়ার হীনমন্যতাবোধে মানসিক চাপে বিপর্যস্ত জীবনে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ায় আকস্মিক মৃত্যুর পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে চলেছে। তার মধ্যে কাজের সময় বাড়ানোর সওয়াল স্বাভাবিক ভাবেই মানবিক মূল্যবোধকেই অস্বীকার করে না,সেইসঙ্গে দাসত্বের জীবনকে স্মরণ করিয়ে অশনি সংকেত জাগিয়ে তোলে । একদা গৃহবাসী মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্যই কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিল। সেই কর্মক্ষেত্রই যদি তার পারিবারিক গৃহবাসকে আত্মসাৎ করতে চায়,তখন তার আগ্রাসী ক্ষুধায় তার ছিন্নমূল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে দাসত্বের আত্মগ্লানি জেগে ওঠাটাই দস্তুর । সেক্ষেত্রে কাজের সময় বাড়ানোর সওয়ালের মধ্যে প্রকারান্তরে দেশে প্রচলিত কাজের সময় ও কাজের অধিকারকে অস্বীকার করার মধ্যে দেশপ্রেম নেই,আছে নগ্ন ব্যবসায়িক স্বার্থপরতা । দেশের স্বার্থ দেশের মানুষের ভালো থাকা। কেননা মানুষই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেদিক থেকে সেই শ্রমজীবী মানুষকে বিপদে ফেলে কাজের সময় বাড়ানোর সওয়াল শুধু অমানবিক নয়,দেশবিরোধীও।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড়, যে দেবীমূর্তি ধ্বংস করেন সেই মন্দিরে শহীদ ক্ষুদিরাম নিত্য পুজো দিতেন

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

দেবী চন্ডিকা শক্তি তমলুকের মা বর্গভীমা। চণ্ডী (সংস্কৃত) বা চণ্ডিকা দেবীমাহাত্ম্যম্ গ্রন্থের সর্বোচ্চ দেবী। তাম্রলিপ্ত শহরতলী তে তিনি দুর্গা সপ্তশতী নামেও পরিচিত। মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবীর সমন্বয়ে মা চণ্ডী বা তার একান্ন পীঠস্থান কে গ্রন্থে সর্বোচ্চ সত্ত্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, মা বর্গভীমা কে। তিনি দেবী পার্বতীর উগ্র রূপ বিশেষ,অন্তঃভাগে মূর্তিরহস্য অংশে মাকে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উগ্রতারা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রাচীন বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক বন্দরশহর মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। অনুমান , পৌরাণিক তাম্রলিপ্ত জনপদ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই তাঁর মন্দির স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতের অন্যতম জাগ্রত ও প্রধান শক্তিপীঠ।

পীঠ নির্ণায়ক তত্ত্ব অনুযায়ী এটি ৫১ পীঠের প্রথম পীঠ। যা প্রাচীন ধ্রুপদী বাংলা মাতৃকা উপাসনা ও শক্তি আরাধনার চিহ্ন বহন করছে।

শাক্ত তন্ত্র সাধনার ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবী এখানে শপথ নিয়েছিলেন। তারা ধর্মের পথে চলবেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবেন।

ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে পূজা করতে আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, বাংলা নববর্ষ এবং কালী পূজা উপলক্ষে উৎসব উদ্ যাপন করে দেবী শক্তি র মান্যতা দেন।

এই মন্দিরে প্রসাদ দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় এবং বেশিরভাগ শক্তি মন্দিরের মতো দেবীর প্রসাদও নিরামিষ হয় না। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচারটি এখন বন্ধ করা হলেও বছরে একবারে এখনও তা হয়।

বঙ্গদেশের হিন্দু যখন কালাপাহাড়ের ভয়ানক ধংসলীলার সম্মুখিন, ঠিক তখন কালাপাহাড়ের মত ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষী, মূর্তি ও মন্দিরনাশকের নাশকতাও থেমে গিয়েছিল এই বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে এসে। বর্তমান দেবীর মন্দিরে একখন্ড পারসিক ভাষায় লিখিত দলিল রয়েছে, যেটা 'বাদশাহী পঞ্জ' বলে খ্যাত।

১৫৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের পর বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তে প্রবেশ করেছেন, তিনি এই দেবীকে দর্শন করে শক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং এই ঐতিহাসিক দলিল রচনা করেন। কিংবদন্তি র কাহিনী বিস্ময়কর, লোমহর্ষক। কালাপাহাড় সুলেমান করণানির সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা অভিযান কালে কালাপাহাড় মন্দির ও দেবদেউল ধ্বংস করে বঙ্গদেশে এগিয়ে চলেছেন। তার ধ্বংস লীলায় বক্রেশ্বর মাতৃ মন্দির, নীলাচল পর্বতের মা কামাক্ষা মন্দির, আরো বহু পুরাতন মন্দির। কালাপাহাড় এগিয়ে চলেছেন , রূপনারায়ণের দিকে। তটে শিবির খাঁটিয়ে বর্গভীমার মন্দিরের দিকে একা এগিয়ে চললেন কালাপাহাড়। মন্দিরের দেবীগৃহের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়। তারপর মন্দির ধ্বংস করলেন।

তার রাত্রি বাসের তাঁবুতে না ফেরায়, তাঁবুর পাঠান সৈনিকরা স্তম্ভিত হন। তাঁরা মন্দিরে এসে দেখেন দেবী বর্গভীমার পদতলে আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন সুলেমান করণানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

বহু মূর্তি ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস কারি কালাপাহাড় জীবনে প্রথম ও একমাত্র বর্গভীমা মাতৃ মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেও ধ্বংস করতে পারেন নি, সেই মূর্তি আজও মেদিনীপুর জেলার তমলুকের মন্দিরে, নিত্য সন্ধ্যা আরতির আলোকে প্রতি সন্ধ্যায় ঐশ্বরিক দীপ্ত হয়ে ওঠে।

আদি শক্তি মহাশক্তি দশমহাবিদ্যা র এক বিদ্যা আজ ও সর্ব বিপদে , সাধারণ মানুষের পাশে থেকে ঐশ্বরিক কৃপা বর্ষিত করেন। মনোস্কামনা পুরনের স্বার্থে নিত্য মন্দিরে র ঘন্টাধ্বনি ধ্বনিত হয়। নিত্য ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হয় । পঞ্চামৃত পান করার জন্য অপেক্ষা করেন, ভক্ত জন।

আনন্দকথা

"ও-দেশে বেশ কীর্তন গান হয় — খোল নিয়ে কীর্তন। নকুড় আচার্যের গান চমৎকার। তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে।"

বলরাম — আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে — শ্যামসুন্দর সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি বৃন্দাবনে গেছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটি।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — 'সমাধিমন্দিরে'

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রতিবেশীর মারে বৃদ্ধের মৃত্যু, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতিবেশীর মারে বৃদ্ধর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার ওই বৃদ্ধর প্রতিবেশী রাকেশ জয়সওয়াল। মৃতের নাম কপিল জয়সওয়াল। বয়স আনুমানিক ৬৫বছর। ধৃত রাকেশ জয়সওয়ালকে বুধবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন মহকুমা আদালতের বিচারক তাকে ৪দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ওই ব্যক্তিকে মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ মার্চ পানাগড় বাজারের ক্ষুদিরাম বোস রোড এলাকায়। এই ঘটনায় গত ৮ তারিখে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান, মৃত বৃদ্ধর ছেলে রোহিত জয়সওয়াল। পরিবারের অভিযোগ, তাঁরই প্রতিবেশী রাকেশ

জয়সওয়াল ও তাঁর পরিবার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জমির সীমানা নিয়ে তাঁর বাবাকে বাড়ি থেকে ডেকে লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে তাঁর বাবা কপিল জয়সওয়ালের মাথায় মারে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে তার বাবা মাটিতে পড়ে যান। বাবার চিৎকার শুনে তার ভাই ছুটে গিয়ে বাবাকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করে তার প্রতিবেশী ও তাঁর পরিবার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর বাবা ও ভাইকে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ভাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও বাবার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁর বাবা। এরপরেই শনিরার মৃত্যু হয় তাঁর বাবার।

রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর দেহ সৎকার করা হয়। এই ঘটনায় তাঁর প্রতিবেশী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শাস্তির দাবি জানান সকলে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রাকেশ জয়সওয়াল ও তাঁর পরিবার বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে রাকেশ জয়সওয়ালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রাকেশের ছেলেরা এখনও পলাতক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মণ্ডল সভাপতির পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মণ্ডল সভাপতির পদ থেকে 'পদত্যাগ' করলেন আলোক মহান্তী। মঙ্গলবারই তিনি তাঁর পদত্যাগ দলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতির কাছে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে এই সব ঘটনা বিজেপির 'গোষ্ঠীকোন্দলে'র ফল বলে শাসক তৃণমূল থেকে বিরোধী সিপিএম দু'পক্ষের তরফেই দাবি করা হয়েছে।

এবিষয়ে বিজেপির তালডাংরা মণ্ডল-৩ এর সভাপতি আলোক মহান্তী বলেন, 'গত ২০২১ সাল থেকে এই পদে রয়েছি, শুধুমাত্র দলের স্বার্থেই বর্তমানে এই পদ থেকে সরে

দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এই ঘটনার পর তাঁর দল থেকে 'সরে যাওয়া'র কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও দাবি করেন। অন্যদিকে এই ঘটনার পিছনে বিজেপির 'গোষ্ঠীকোন্দল' দায়ী- দাবি তৃণমূলের। দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সহ সভাপতি রামানুজ সিংহমহাপাত্র বলেন, সারা রাজ্যজুড়েই বিজেপির এক ছবি। তবে এখানে উনি হয়তো 'ঠিকঠাক সম্মান পাননি'।

সিপিএম সিমলাপাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক কৌশিক পাইন বলেন, এরাজ্যে বিজেপি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। আর এই সব 'পদত্যাগের নাটক করে খবরে থাকা'র চেষ্টা করছে।

এবিষয়ে টেলিফোনে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি বলেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত উনি সিমলাপালে দলীয় কর্মসূচিতে ছিলেন। এখনও পর্যন্ত কোনও পদত্যাগপত্র পাইনি, পেলে ওই বিষয়ে আলোচনা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট **মেসার্স পি এস এন্টারপ্রাইজ - গড়িয়া বাজার শাখা** সম্পর্কিত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ, যা এই সংবাদপত্রে ২০.০৩.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল যা সম্পাদনের তারিখ ছিল ২২.০৩.২০২৫, **দখলের ধরন পড়তে হবে প্রতীকী দখলীকৃত- স্বত্ব দখলীকৃত এর পরিবর্তে।** অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লেখক রাধামাধব মণ্ডল এবং পরিবারকে হুমকির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের এপ্রজন্মের তরুণ লেখক রাধামাধব মণ্ডল এবং তাঁর পরিবারকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও হুমকির অভিযোগে বুধবার সকালে আউশগ্রাম থানার ছোড়া পুলিশ ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্বয়ং লেখক রাধামাধব মণ্ডল।

পুলিশ লেখকের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করে, তদন্ত শুরু করেছে। কলকাতার বেহালার বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মা জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি প্রকাশনী রয়েছে খোয়াই পাবলিশিং হাউস নামের। সেই প্রকাশনীতে লেখক রাধামাধব মণ্ডলের ১১টি প্রকাশিত বই রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বেস্টসেলার বইও রয়েছে ২০২১ সালে প্রকাশিত 'বাংলার ডাকাতনামা', 'বাংলার টহলগান', 'বঙ্গের ডাকাতকালী' বই তিনটে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

কয়েক মাস আগেই বইগুলি তুলে নেওয়ার কথা বললে লেখকের কথা অগ্রাহ্য করে আবারও কলকাতা বইমেলায় চুক্তিতে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া এই বইগুলি লেখকের অনুমতিপত্র ছাড়াই পুনঃরায় প্রকাশ করে। এই বিষয়টি নিয়ে লেখক আপত্তি জানিয়ে মেল করেন গত ১ মার্চ। লেখকের অভিযোগ তারপর থেকেই প্রকাশনার তরফ থেকে রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী কৃষ্ণেন্দুবাবু নানারকমের অজুহাত দেখিয়ে আউশগ্রাম বইমেলা, কলকাতার আশপাশের কয়েকটি বইমেলা এবং ২০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া দিল্লি বইমেলাতেও বইগুলি ছাপিয়ে বিক্রি করেন।

লেখক রাধামাধব মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, 'বইগুলি সর্বত্র পাওয়া যায় না। কয়েক দিন আগে সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে পাঠাতে গিয়ে বই খোঁজ করা হলে প্রকাশকের দোকানে তার কোনও বই ছিল না। শুধু তাই নয় বহু পাঠকই তার বইগুলি কিনতে গিয়ে কলেজস্ট্রিট মার্কেট থেকে ঘুরে আসে। এসব ফেসবুকের ম্যাসেঞ্জারে জানায়। সেইসঙ্গে চুক্তিতে বছরে দুবার প্রতি ছ মাসে রয়েলটি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দিচ্ছে না। চাইতে গেলেই নানারকমের অজুহাত। অথচ তাদের বই বিক্রির টাকাতে বছরে পাঁচ বার ভ্রমণ করছে। শান্তিনিকেতন এসে আসর জমাচ্ছে।

এরকম শুধু নয়, তিনি অসুস্থ মায়ের দোহাই দিয়ে গত বছর চারটি বইয়ের রয়েলটিই দেননি। এবার চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও বই গুলি ছাড়ছে না। নিজেদের পেজে পাওয়া যাচ্ছে বলে বিজ্ঞাপন করতেই তিনি ফেসবুকে না ছাপার অনুরোধ করলে। তাকে ও তার পরিবারকে মঙ্গলবার রাত ভোর গালিগালাজ করার পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। নিজের প্রকাশক স্ত্রীকে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেন। তিনি এই বিষয়ে আতঙ্কে রয়েছে।' লেখক রাধামাধব মণ্ডলের ফেসবুক ঘাঁটলে রাজ্যের কয়েকজন নেতা, মন্ত্রীর নাম নিয়েও প্রকাশক বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ।

সেইসঙ্গে কয়েকটি অডিও ক্লিপে কৃষ্ণেন্দুবাবু লেখক ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে নানান নোংরা কথা বলে হুমকি দিচ্ছেন। প্রকাশক রোশনিও রীতিমতো লেখককে বই রাখার অনুরোধ করার পাশাপাশি পরে তাঁর কণ্ঠেও হুমকির সুর শোনা যায়। রাধামাধববাবু এই বিষয়ে বলেন, 'এরা এতোটাই নোংরা যে রাত দিন ফোন সুইচ অফ করে রাখতে হয়। প্রতি নিয়ত মাতলামি করে ফোন করে। সেইসঙ্গে তিন, চারটি করে সংস্করণ বইয়ের শেষ হয়ে গেলেও, সেই বই গুলির প্রথম, দ্বিতীয় সংস্করণ ছেপে বিক্রি করা হয়। ফলে ব্যাপক রয়েলটি ফাঁকি দিয়ে দুনীতি করেছে বলে তার অভিযোগ।'

এবিষয়ে আউশগ্রাম থানার আইসি শান্তনু অধিকারী বলেন, লেখকের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা সাইবার এক্সপার্ট দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। লেখকও তথ্য প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করছেন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রের ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের সংস্করণে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে **ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স গাজি এন্টারপ্রাইজ**। দখলের ধরন পড়তে হবে : "**প্রতীকী দখলীকৃত**"- '**স্বত্ব দখলীকৃত**' এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(রুল ৮(১) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **মেসার্স ভুবনেশ্বরী সি ফুড প্রা. লি.** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,০১,৯৭,৪২৪.৩৫ টাকা (দশ কোটি এক লাখ সাতানব্বই হাজার চারশ চব্বিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ৩১.১২.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১০,০১,৯৭,৪২৪.৩৫ টাকা (দশ কোটি এক লাখ সাতানব্বই হাজার চারশ চব্বিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ৩১.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১: সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট ৪এ, **দলিল নং ৩৩২২** (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৮ বর্গফুট এসবিইউএ) এবং ৪বি- **দলিল নং ৩৩২৪** (মোট এরিয়া ৯৩৭ বর্গফুট) ৫মতলে, পঞ্চানন অ্যাপার্টমেন্ট, জেএল নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৪/১, আরএস দাগ নং ২৯৪(অংশ) এলআর দাগ নং ৪২৭, মৌজা : থানামাকুয়া, পো : দানেশ শেখ লেন, থানা : সাঁকরাইল, ওয়ার্ড নং ৪৫, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১১১০৯, সম্পত্তি সুজিৎ কুমার দাস এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত **দলিল নং ৩৩২৪ এবং ৩৩২২-২০১০ সালের।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ভবনের সিঁড়ি, করিডর এবং লিফট; দক্ষিণে : খোলা জায়গা ;পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৪এ; পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
দফা নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ভবন (পরিমাণ মোট এরিয়া : ৮৯৫.২০ বর্গফুট) এলআর দাগ নং ৭৮২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৭৯, জেএল নং ৭৭, ফ্ল্যাট নং ১, ২য়তল, অবস্থিত মৌজা : ঘোলা, তৌজি নং ১৪৬, ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ১২১/২/১, মসিধাতি রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪, সম্পত্তি তাপস দাস এর নামে। **দলিল নং ১-০২৮২০-২০১৪ সালের।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সিঁড়ি এবং লবি; দক্ষিণে : খোলা জায়গা; পূর্বে : ফ্ল্যাট ২- ডি লোধা এবং ফ্ল্যাট নং ৩- শ্রীমতি সর্বাণী রায়চৌধুরী। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
দফা নং ৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত অফিস স্পেস পরিমাণ ৭০২ বর্গফুট ইউনিট নং ৪০৪, সিদ্ধার্থ সিটি সেন্টার, প্রেমিসেস নং ১২২, লেনিন সরণি, ৫মতল, ওয়ার্ড নং ৫০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : মুচিপাড়া, জেলা : কলকাতা ৭০০০১৩ এবং এক কার পার্কিং নং বি১৪, ভুবনেশ্বরী অ্যাগ্রো প্রা লি এর নামে। **দলিল নং ১৯০২০১৩৫৫ -২০২১।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে প্রেমিসেস নং ১৭, ১৭/১ এবং ১৭/২ ক্রিক রোড। দক্ষিণে : কে এম সি রোড । পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১২১, লেনিন সরণি। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১২৩এ লেনিন সরণি।
দফা নং ৪ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত অফিস স্পেস পরিমাণ ৩৬৮ বর্গফুট ইউনিট নং ৪০৭, সিদ্ধার্থ সিটি সেন্টার, প্রেমিসেস নং ১২২, লেনিন সরণি, ৫মতল, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা মুচিপাড়া, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা ৭০০০১৩, এক কার পার্কিং নং ০৫, শ্রী তাপস দাস এবং শ্রী সুজিৎ দাস এর নামে। **দলিল নং ১৯০৪০৪৩৬৮- ২০২১ সালের।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৭, ১৭/১ এবং ১৭/২ ক্রিক রোড। দক্ষিণে : কে এম সি রোড । পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১২১, লেনিন সরণি। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১২৩এ লেনিন সরণি।

তারিখ - ২১.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

Form No. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part-I of Chapter XXI
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at West Bengal that 'Trinath Gold Testing Centre", a partnership firm may be registered under Part-I of Chapter-XXI of the Companies Act 2013, a company limited by shares.
2. The principal objects of the company are as follows: The main objective of the company is the assaying of gold and silver articles, bullion of gold and silver, melting of metals, silver and goldsmith work, and dealing in other precious metals, jewellery items, and other related businesses in the same line.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at Ground Floor, IB-3, Shyam Plaza, 30C/1 Bus Road, Baguihati, Kolkata, North Twenty-four Paranagans, West Bengal-700059. India. 4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon-122502, Haryana within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this: 25/03/2025

Name of the Applicant
Sd/-
1. ANUP JADHAV
2. SAVITA ANUP JADHAV

SBI **এসবিআই দাঁতন শাখা (০৪৭৮২)**
গ্রাম - ছাউলিয়া, পো. দাঁতন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৬, মেল আইডি : sbi.04782@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি মূল স্বত্ব দলিল-শ্রী বীরেন্দ্র ভদ্র পিতা শ্রী অনিল ভদ্র এর নামে, ঠিকানা : মহল্লা এবং মৌজা : কৃষ্ণপুর, থানা : দাঁতন, দাঁতন ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১৪২৬, পশ্চিমবঙ্গ।
হোম লোন এ/সি নং : ৩৫৫৫৪৭২৯৩২৯ (আইএইচএলএস) তারিখ **০৮.০২.২০১৬,** শ্রী বীরেন্দ্র ভদ্রর মায়ের নামে দলিল হারিয়ে গিয়েছে **এসবিআই দাঁতন শাখার** হেফাজত থেকে।
সম্পত্তির বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২.৬৬ ডেসিমেল (অংশ ৫৮০) বাস্তু। প্লিন্থ এরিয়া ৮০.৯৮ বর্গ মিটার সমান ৮৭১.৩৪ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৬৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১১০০, এলআর খতিয়ান নং ১১২২, দাঁতন ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১৪২৬, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত জমির চৌহদ্দি : **উত্তরে:** আনন্দ কুমার জানা; **দক্ষিণে :** বনবিহারী জানা; **পূর্বে :** ১৫ ফুট চওড়া ওটি রোড; **পশ্চিমে :** প্লট নং ১১৩৭ (কৃষি জমি)।
মূল দলিলের বিস্তারিত নং ২২২৯/২৮.০৬.২০১৩। আমি ইতিমধ্যেই উক্ত হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি দাঁতন থানায়, দাঁতন **উল্লেখ্য জিডিই নং ১০১৫, তারিখ ২০.০৩.২০২৫** দায়ের করেছি।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫ — শাখা ম্যানেজার, এসবিআই দাঁতন শাখা

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১.০৯.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51109WB2007PTC118893
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১ম তল, ১৪/বি, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় স্ট্রিট, কলকাতা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৭.০৩.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১৭.০৩.২০২৫
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	চন্দ্র কুমার জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, রুম নং ৮১৬, ৯ম তল, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ckcacs@yahoo.co.in
১০	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, রুম নং ৮১৬, ৯ম তল, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ cirp.campus@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৪.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **১৭.০৩.২০২৫**।
ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৬ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা তাদের দাবি পেশ না করলে, সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া সময়ে বিনিয়োগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দাবি ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস অব কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলশেনস এর ধারা ৩৮ দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

চন্দ্র কুমার জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
লিকুইডেটর - ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

রথবাড়ি এলাকার লোহার ব্যারিকেডের তদারকি করছেন প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে সুকান্ত মোড় এলাকার জাতীয় সড়কে রেলিং বসানোর ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমপাড় এলাকাগুলির মধ্যে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন জাতীয় সড়কের দুই ধারের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাই দুই পারের বাসিন্দারাই জাতীয় সড়কের রেলিং-এর একাংশ খুলে পারাপারের জন্য দু-একটি করিডর তৈরির আবেদন জানিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরেই। সাধারণ মানুষের সেই আবেদন নিয়েই জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন ইংরেজবাজার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুন্ডু। তিনি পুলিশ সুপারের কাছে রথবাড়ি থেকে সুকান্ত মোড়ের মাঝ বরাবর রাস্তা পারাপারের দু-একটি করিডর তৈরির আর্জি জানান। প্রাক্তন কাউন্সিলরের সেই আর্জি অনুযায়ী পারাপারের করিডর তৈরি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতেই বুধবার স্পট ভিজিট করলেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। যার অঙ্গ হিসেবে এদিন ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ সহ ট্রাফিক পুলিশের অফিসাররা রথবাড়ি থেকে সুকান্ত মোড় পর্যন্ত পুরনো জাতীয় সড়ক ঘুরে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুন্ডু সহ এলাকার বাসিন্দারা। তাদের নিয়েই এদিন পুলিশ অফিসাররা রাস্তা পারাপারের করিডর তৈরির বিষয়টি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন।

প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের চার লেনের মধ্যে মাঝের দুটি লেন লোহার ব্যারিকেড দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু শহরের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে মানুষদের যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হচ্ছে। তাই জাতীয় সড়কের রথবাড়ি থেকে সুকান্ত মোড়ের মধ্যে দু-একটা লোহার ব্যারিকেট যাতায়াতের জন্য করিডোর করে দেওয়া হোক। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি পরিদর্শন করে দেখেছেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশনসের ১০২ ধারা অধীনে)
মেসার্স আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা
শ্রীমতী অঞ্জলি নাগ-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতী অঞ্জলি নাগ
২.	গ্যারান্টি প্রদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
৩.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৪ ডিসেম্বর ২০০৭
৪.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৫.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2007PTC120815
৬.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১০০এ, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ৭০০০৪০
৭.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৪/৪৫এ, চণ্ডীতলা লেন, ওয়ার্ড নং ৯৭, পো. এবং থানা - রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৪০ **আরও ঠিকানা** - কেশব কুঞ্জ, ১ম তল, প্রেমিসেস নং ১৭০/৪০, থানা - যাদবপুর, এনএসসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০
৮.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১০.১১.২০২৩
৯.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখের বিস্তারিত	২৩.০৩.২০২৫ (I.A. (IB) No.2073/KB/2024-C.P. (IB)/255(KB)2024)
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম** - সুনীল কুমার আগরওয়াল **রেজি. নং** - IBBI/IPA-001/IP-P01390/2018-2019/12178
১১.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**আইবিবিআই সহ রেজি. ঠিকানা** - জি-৮০৫, অক্রুতি অর্চিড পার্ক, এনআর. সফেত পাল, অন্ধেরি-কুর্লা রোড সাকিনাকা, অন্ধেরি (ই), মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৭২ **ইমেল :** ANIL91111@HOTMAIL.COM
১২.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**আহমেদাবাদ অফিস :** টাওয়ার বি/১২২১, সান ওয়েস্টব্যাঙ্ক, শিব সিনেমার নিকট, আশ্রম রোড, আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৯ **ইমেল :** PG.RKDSEXPORTS@GMAIL.COM ANIL91111@HOTMAIL.COM
১৩.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭.০৪.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা ২০১৬ সালের আইবিসি এর ধারা ১০০ অধীনে এক নির্দেশে শ্রীমতি অঞ্জলী নাগ (সাকিন ক্রম নং ৭ উল্লিখিত মতে) এর ব্যক্তিগত দেউলিয়াগ্রস্ত প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২৫.০৩.২০২৫ ঘোষণা করেছেন।
শ্রীমতি অঞ্জলি নাগ-এর বিনিয়োগকারীগণকে এতদ্বারা ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টারস টু কর্পোরেট ডেটর) রেগুলেশনস অধীনে ফর্ম বি তে (আইবিবিআই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ **(https://ibbi.gov.in/home/downloads)** প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৭.০৪.২০২৫ তারিখের মধ্যে ক্রম নং ১২। ১) উল্লিখিত ঠিকানায় প্রস্তাব পেশাদারের নিকট পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্পিড পোস্টে বা কুরিয়র পাঠাতে পারেন। ২) উপ ধারা (১) অনুযায়ী তাদের দাবির অতিরিক্তে, বিনিয়োগকারীকে প্রস্তাব পেশাদারকে, ব্যক্তিগত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ফর্ম বি তে উল্লিখিত মতে (যা আইবিবিআই ওয়েবসাইট : **https://ibbi.gov.in/home/downloads** উপলব্ধ) দাখিল করতে হবে। মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক দাবি প্রমাণ দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
সুনীল কুমার আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর : কুইক রিসলভ প্রফেশনালস প্রা.লি. (আইপিই)
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01390/2018-2019/12178
এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসত শাখা) - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭
শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা) : ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪

প্রতীকী দখল নোটিশ
বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	**শ্রী রঞ্জিৎ শাউ এবং শ্রীমতি গায়ত্রী কুমারী, WB0700610003794 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি-১, ২য়তল, পরিমাণ ৬৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৯, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, মৌজা : পূর্ব পুটিয়ারি, আরএস দাগ নং ২৯৭, আরএস খতিয়ান নং ২৩৮, তৌজি নং ১৮, আরএস নং ২৭৫, জেএল নং ৪৩, থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৯৩। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : টালি নালা; দক্ষিণে : খালি প্লট দাগ নং ৩৬৭; পূর্বে : আর/ওআর চ্যাটার্জি-দাগ নং ১১৪৭, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২১,৭১,১১৫/-	১৩.১২.২০২৪	২৫.০৩.২০২৫
২.	**শ্রী ত্রিদিব চন্দ্র মন্ডল এবং শ্রীমতি রিয়া মন্ডল WB0700610003863 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩/২, ৪র্থতলে পরিমাণ ৫৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২১২, তারামণি ঘাট রোড, মৌজা : পশ্চিম পুটিয়ারি, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং ৩২, খতিয়ান নং ১৮৭ এবং ৩৯১, দাগ নং ২২৫ এবং ১৭০, থানা : হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : জহর সাহা ; পূর্বে : শ্রী এল পি সরকার ; পশ্চিমে : চপলা সুন্দরী পালের সম্পত্তি।	১৭,৫৪,৫৩৯/-	১৩.১২.২০২৪	২৫.০৩.২০২৫
৩.	**শ্রী সৌরদীপ আচার্য্য এবং শ্রীমতি মৌমিতা আচার্য্য WB0700610003874 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩/১, ৪র্থতলে পরিমাণ ৬৭৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২১২, তারামণি ঘাট রোড, মৌজা : পশ্চিম পুটিয়ারি, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং ৩২, খতিয়ান নং ১৮৭ এবং ৩৯১, দাগ নং ২২৫ এবং ১৭০, থানা : হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : একতলা ভবন ; পূর্বে : একতলা ভবন এবং ২ তলা ভবন ; পশ্চিমে : ৩ তলা ভবন।	২০,৭৪,২৪২/-	২২.১১.২০২৪	২৫.০৩.২০২৫
৪.	**শ্রী সমর বিশ্বাস এবং শ্রীমতি কাকলী বিশ্বাস WB0700110001548 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৫মতলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৭, ডা. জীবন রতন ধর রোড, মৌজা : সুলতানপুর, আরএস দাগ নং ৭১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯৩, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, জেএল নং ১০, পো এবং থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০২৮। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্য জমি দাগ নং ৭৫, দক্ষিণে : জমি মৌজা নাম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, পূর্বে : জমি দাগ নং ৭১৮, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	২০,৮৬,১০৩/-	১৪.০১.২০১৯	২৫.০৩.২০২৫
৫.	**শ্রী সমীর দাস এবং শ্রীমতি পিঙ্কি দাস WB0700110001607 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০১ একতলায় পরিমাণ ৬৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৭, ডা. জীবন রতন ধর রোড, মৌজা : সুলতানপুর, আরএস দাগ নং ৭১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯৩, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, জেএল নং ১০, পো এবং থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০২৮। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্য জমি দাগ নং ৭৫, দক্ষিণে : জমি মৌজা নাম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, পূর্বে : জমি দাগ নং ৭১৮, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	১৯,২৪,৯৭২/-	১৪.০১.২০১৯	২৫.০৩.২০২৫
৬.	**শ্রী তরুণ মল্লিক এবং শ্রীমতি রূপা মল্লিক WB0700110001581 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০৩ ৪র্থ তলায় পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৭, ডা. জীবন রতন ধর রোড, মৌজা : সুলতানপুর, আরএস দাগ নং ৭১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯৩, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, জেএল নং ১০, পো এবং থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০২৮। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্য জমি দাগ নং ৭৫, দক্ষিণে : জমি মৌজা নাম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, পূর্বে : জমি দাগ নং ৭১৮, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	২৫,০৭,৯৩৩/-	১৪.০১.২০১৯	২৫.০৩.২০২৫
৭.	**শ্রী সুদীপ দাস এবং শ্রীমতি চম্পা দাস ঘোষ, WB0770600000081 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০১ কাঠা ০৬ ছটাক অবস্থিত মৌজা : পারুই, প্লট নং ১১৭৯(অংশ), আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০১৭, জেএল নং ৩, থানা : স্বরূপনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৭৩। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক ; দক্ষিণে : এলওপি নং ১১৭৯; পূর্বে : সড়ক; পশ্চিমে : এলওপি নং ১১৭৬।	৬,১৮,৯০৮/-	১৬.১২.২০২৪	২২.০৩.২০২৫
৮.	**শ্রী সজল বিশ্বাস এবং শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাস, WB0770600000400 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৬.৬০ শতক বা ০৪ কাঠা অবস্থিত মৌজা : বেলতা, জেএল নং ১২২, দাগ নং ৫১২,খতিয়ান নং ১১২০, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অমিয় কুমার হীরা ; দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : নারায়ণ মন্ডল; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক।	১৫,৭৭,১৮২/-	১৬.১২.২০২৪	২৬.০৩.২০২৫
৯.	**শ্রী অমিত কুমার দত্ত এবং শ্রী অসীম কুমার দত্ত, WB0770600000412 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৬ ছটাক এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩৭/সি, নকড়ি মন্ডল রোড, মৌজা : বাহির বাগ,জেএল নং ২ , তৌজি নং ২৪৬২ এবং ২৪৬৩, আরএস দাগ নং ৫৫৮, আরএস খতিয়ান নং ৬০৬/১, এলআর দাগ নং ৩১৩৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬০, থানা বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিতাইপদ দত্তর সম্পত্তি , প্লট নং ই; দক্ষিণে : ননী বালা দত্ত এর সম্পত্তি ; পূর্বে : নকড়ি মন্ডল রোড; পশ্চিমে : কানাইলাল দত্ত এর সম্পত্তি প্লট নং ডি।	৮,৪২,৬৭৪/-	১০.১২.২০২৪	২১.০৩.২০২৫

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে **জনসাধারণকে** এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

আরামবাগের রবীন্দ্রভবন মাঠে বস্ত্র মেলার চৈত্র সেল, ক্ষোভ আম জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রভবন। এই ভবনকে কেন্দ্র করে একসময় মহকুমার সংস্কৃতি চর্চা আবর্তিত হত। রবীন্দ্র ভবন মাঠে বস্ত্রমেলা, চৈত্র সেল। এমনকী রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় কর্মসূচি করার প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই ক্ষোভ আরামবাগ মহকুমার বুদ্ধিজীবি মানুষ থেকে শুরু করে আম জনতার। সংস্কারের অভাবে ভবনটি এমনিতেই তার কৌলিন্য হারিয়েছে। আরামবাগ শহরের নেতাজি স্কোয়ার সংলগ্ন এলাকায় রবীন্দ্রভবনটি অবস্থিত। ১৯৯৯ সালে নাট্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রভবনের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ভবনের উদ্বোধন করেন। অচিরেই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের মানুষের কাছে ভবনটি পরিণত হয়। নাটক, যাত্রা ও নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। শহরের সাংস্কৃতিক জগতের মানুষের কাছে সেইসব এখন ইতিহাস। বর্তমানে ভবনের দেওয়াল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভিতরের ও বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভিতরে আসন ভাঙা। সাড়ে ৮০০ আসনের প্রেক্ষাগৃহে ৫০০র বেশি লোক হলেই বাইরে থেকে চেয়ার এনে পাততে হয়। ছাদ থেকে জল পড়ে। বাতানুকুল ১২ টি যন্ত্র অনেকদিন আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাইরের চত্বরে একসময় আলো ছিল। সংস্কারের অভাবে ভবনটি জীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে। একসময় এই ভবনেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে শহরের বাসিন্দারা ভিড় জমাতেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভবন ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সাংস্কৃতিক গরিমা হারিয়ে এখন বস্ত্র মেলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরামবাগের স্থানীয় মানুষ জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্র ভবনের ভেতরের কাঠে উই ধরেছে, ছাদ ফেটে জল পড়ছে, এসির সমস্যা রয়েছে এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে। রবীন্দ্রভবন মাঠে আবার মেলা হচ্ছে। এটা কাম্য নয়। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, আরামবাগে ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র ভবনের আর কোনও ঐতিহ্য নেই। শাসক দলের কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এখন তো ওখানে চৈত্র সেল চলছে। মেলা খেলা করে রাজ্য টাকে শেষ করে দিল। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি সাফাই দিয়ে বলেন, ওখানে যে বস্ত্র মেলা হচ্ছে তাতে ওরা পুরসভাকে ভাড়া দিচ্ছে। ভবনের ভিতর প্রবেশ করছে না। আর ওখানে সব রাজনৈতিক দলেরই কর্মসূচি হয়। এমনকী স্বাস্থ্য শিবিরও হয়। এর জন্য পুরসভা ভাড়া নেয় না। সংস্কারের জন্য আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে উচ্চ প্রশাসনে আবেদন করা হয়েছে।

বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গণ পরিদর্শনে স্বপারিষদ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মাঠ এখনই পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। জানিয়ে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ফলে এখনই কোনও বড় খেলা হবে না। তবে বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গণে পুরোদস্তুর ফুটবল খেলা সম্ভাবনা তৈরি হল। বুধবার বারাসাত স্টেডিয়াম পরিদর্শনে এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। এদিন মাঠ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন অরূপ বিশ্বাস জানান, মাঠ এখনো প্রস্তুত নয়। মাঠে বালি ফেলে ওয়াটার লেভেল করে ভারি রোলার করতে হবে। তিনি আরও জানান, আগামী ৪ জুন তিনি আবার মাঠ পরিদর্শনে আসবেন। তখন মাঠ প্রস্তুত হয়ে গেলে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গণ নতুন করে উদ্বোধন করা হবে। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ দিয়ে নতুন মাঠে খেলা শুরু হতে পারে। পাশাপাশি প্র্যাকটিসের জন্য স্টেডিয়াম সংলগ্ন দুটি মাঠকে প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া স্টেডিয়ামে খুটবল খেলার পাশাপাশি সুইমিং, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট খেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

ইদ উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিয়ে বৈঠক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: বুধবার জামুরিয়া থানার অডিটোরিয়ামে সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে ইদ উপলক্ষে শান্তি কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এসিপি বিমান কুমার মির্ধা, সিআই সুশান্ত চ্যাটার্জি, জামুরিয়া থানার ইন্সপেক্টর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মেহরাজ আনসারি, চুরুলিয়া ফড়ীর ইনচার্জ সুশোভন ব্যানার্জি, কেন্দা ফাঁড়ির ইনচার্জ লক্ষীনারায়ণ দে, ট্র্যাফিক ওসি সুবীর সেন ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শেখ শানদার, ও ছিলেন লতিফা কাজী, জয়প্রকাশ দুকানিয়া, মিরদুল চক্রবর্তী, বৈশাখী বাউরি, শ্রাবণ মণ্ডল, আব্দুল হাউস, সুস্মিতা বাউরি, সন্তোষ সিং, মুস্তাফিজ হাসান, মুন্না খান, সানি চক্রবর্তী, শেখ আশরাফ সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সুব্রত অধিকারী বলেন, ইদের উৎসব আসতে চলেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে ইদ উদযাপন করে। তিনি বলেন, ইদ উদযাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে। তিনি বলেন, আসানসোল পুর কর্পোরেশন সর্বদা প্রতিটি উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং এবারও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের এই উৎসবেও অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও একসঙ্গে ইদে অংশ নেয়। উৎসব উদযাপন শান্তিপূর্ণ ভাবে পালনের জন্য আসানসোল পুর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা করা হবে। সুব্রত অধিকারী বলেন, এইসময় এলাকায় জলের অভাব দেখা যায় তাই প্রয়োজন বেশি পরিমাণে জল সরবরাহের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

ইদ উপলক্ষে ইমামদের নিয়ে আলোচনা সভা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আসন্ন ইদ উপলক্ষে জামালপুর থানার পক্ষ থেকে জামালপুর ব্লক অফিসে বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পুলিশের সিআই বিশ্বজিৎ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থসারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্যরা। ছিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা।

মেহমুদ খান বলেন, সকলে শান্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে নমাজ পড়তে হবে। তিনি বলেন, জামালপুরে কোনওদিন কোনও সমস্যা হয়নি। জামালপুর সম্প্রীতির জায়গা। আর সেটাই বজায় থাকবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি সকলকে আগাম এই আনন্দের ইদ উৎসবের শুভেচ্ছা জানান। যে কোনও সমস্যায় যেন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সকল ইমাম সাহেবদের বলা হয় সকলে আনন্দের সঙ্গে ইদ পালন করুন প্রশাসন পাশে আছে। তাঁরা আরো বলেন ঈদের দিন অনেকেই শিশুরা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়। সকলকে ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়। বিডিও সকলকে আগাম ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যে কোনও সমস্যায় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

অর্ধনগ্ন ও অর্ধদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: অর্ধনগ্ন ও অর্ধদগ্ধ অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। বুধবার আমডাঙা থানার শশীপুর খাসপাড়া গ্রামের একটি ফাঁকা জমির মধ্যে থেকে ওই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় শিবদাসপুর ও আমডাঙ্গা থানার পুলিশ। পৌঁছে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া জানান, মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

তৃণমূল প্রধানের বাড়িতে বোমা রাখল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: রাতের অন্ধকারে দেগঙ্গার চৌরাশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাপ্পা মণ্ডলের বাড়ির সিড়ির উপর প্যাকেটে তাজা বোমা রেখে গেল দুষ্কৃতীরা। কে বা কারা মিষ্টির প্যাকেটে করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বাড়ির সিড়িতে বোমা রাখল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তৃণমূলের দাবি, বিরোধীরা চক্রান্ত করে এই কাজ করে শান্ত এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করছে। দেগঙ্গা থানার পুলিশ গিয়ে মিষ্টি প্যাকেটের মধ্যে থাকা দুটি তাজা বোমা নিস্ক্রিয় করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বুধবার সকালে পঞ্চায়েত প্রধানের মা ঘুম থেকে উঠে দেখেন সিড়ির উপর মিষ্টির প্যাকেট রয়েছে। বাড়ির সিড়িতে থাকা প্যাকেট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন মিষ্টির প্যাকেটে রয়েছে দুটি তাজা বোমা। তবে বোমা দুটি বিস্ফোরণ ঘটলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল আউশগ্রাম-১ ব্লক অফিসে। মূলত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অধীনস্থ ১৪৮ জন শিশুর বুধবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা সহ একাধিক শারীরিক সমস্যা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেন চিকিৎসকরা। এদিন শিবিরে হাজির হন ব্লকের বিডিও শেখ কামরুল ইসলাম, ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্পের আধিকারিক রিয়া সরকার সহ অনান্যরা। বিডিও শেখ কামরুল ইসলাম জানান, শিশুরা যাতে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় না ভোগে সে ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন স্বাস্থ্যশিবিরে আসা প্রত্যেক শিশুর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রী।

বারুণী মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে দুই পরিবার মিলে মেলার আয়োজন করল। আনন্দে তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরকে প্রণাম হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক তথা কবিয়াল অসীম সরকারের। এই বিষয়ে অসীম সরকার জানিয়েছেন, দুই পরিবার একত্রিত হয়ে মেলার আয়োজন করেছে এই আনন্দে আমি সকলকে প্রণাম করছি। এই প্রণামের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ঠাকুর বাড়িতে বারুণী মেলা উপলক্ষে লাখো লাখো ভক্তদের সমাবেশ ঘটবে। এই বিষয়ে মমতা ঠাকুর জানিয়েছেন, কোনও বিধায়কের প্রণাম নয় এখানে ভক্ত ও ভগবানের ব্যাপার, মা ছেলের বিষয়।

বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম রদে বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার সমস্ত স্কুলে জনজাগরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের দ্বারা সচেতনতা মূলক নাটক পরিবেশন বীরভূম জেলা স্কুলে।

ইদ উপলক্ষে সংখ্যালঘুদের সাড়ে তিন হাজার নববস্ত্র বিতরণ বেচারাম মান্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে পবিত্র ইদ উপলক্ষে হরিপাল ব্লকের ১৫টি অঞ্চলের ৩৫০০ জন সংখ্যালঘু মা ভাই বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা উন্নয়ন বোর্ডের মুখপাত্র সাজ্জাদ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আসন্ন ইদ উপলক্ষে আমরা সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের হাতে নববস্ত্র উপহার তুলে দিলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এটাই চেয়েছেন তিনি সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন আছেন থাকবেন। এদিন সাড়ে তিন হাজার নববস্ত্র সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের হাতে তুলে দেওয়া হল। শুধু তাই নয় আমরা সারা বছর নানা উৎসবে নানা সম্প্রদায়ের ভাইবোনেদের হাতে নববস্ত্র তুলে দিই দুর্গাপুজো কালীপুজো করম পুজো ছট পুজো সহ অন্যান্য উৎসবে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে উৎসবের উপহার তুলে দেওয়া হয়।'

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পুনর্বাসনের দাবিতে বিধায়কের নেতৃত্বে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার হরিপাল স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকার হকারদের উচ্ছেদ করতে আসে রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এরই প্রতিবাদে হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্নার নেতৃত্বে এলাকার হকারদের পরিবারের লোকজন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। প্রচুর মানুষের উপস্থিতি দেখে বাধ্য হয়ে রেল পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

বুধবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস পাঠক, প্রধান সুমিত সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ কয়েক হাজার হকার ও হকার পরিবারের সদস্যরা। হরিপালের বিধায়ক ডক্টর করবি মান্না জানালেন, 'রেলের অবৈধভাবে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আমাদের এই আন্দোলন। রেল হকার উচ্ছেদে অভিযানে নেমেছে নোটিশ দিয়েছে আমরা দশ হাজার মানুষকে নিয়ে মিছিল করেছি শুধু তাই নয় হকার ভাইরা কোথায় যাবে? রেলপারে ৪০০ দোকান আছে সেই সব দোকান উচ্ছেদ করলে তাদের পরিবার নিয়ে কোথায় যাবে? কি খাবে? ও হরিপাল স্টেশনের পাশে বড় মাছের আড়ত আছে সেখানে প্রায় এক হাজার মানুষ কাজ করে তারা কি খাবে প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে যাবে এসব কথা রেলের ভাবা উচিত আমাদের দাবি রেলের পুনর্বাসন দিতে হবে। এইসব হকার ভাইদের ও স্টেশনের পার্শ্ববর্তী ৪০০ দোকানদার ও মাছের আড়ত কর্মীদের এটাই আমাদের দাবি সেই দাবির জন্য আমাদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলন চলছে চলবে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা দেব। আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দাবি রেলকে পুনর্বাসন দিয়ে তবে উচ্ছেদের ভাবনা। এই হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রেল প্রচুর পুলিশ ফোর্স ও জেসিবি নামিয়েছে।'

কাজের গতি প্রকৃতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়াতে সম্প্রতি কাজে লাগানো হচ্ছে অটোমেটিক সুইপিং মেশিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার সেই কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়াতে সম্প্রতি চালু হয়েছে অটোমেটিক সুইপিং মেশিন। অটোমেটিক সুইপিং মেশিনটি রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সরানোর পাশাপাশি রাস্তা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে সক্ষম। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলোকে পরিষ্কার করবার জন্য এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনটি আমরা নিয়ে এসেছি। যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই পরিদর্শনে এসেছিলাম।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে বৃদ্ধাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিবারের লোকেরা মাঝেমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পরে। তাই বৃদ্ধা শাশুড়িকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা অভিযোগ উঠল পুত্রবধূ সহ তার বাবা বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরাতলা গোবিন্দপুর এলাকায়। রাতেই ওই বৃদ্ধার চিৎকার চেঁচামেচিতে আশেপাশে লোকেরা ছুটে আসলে অভিযুক্ত পুত্রবধূ ও তার পরিবারের লোকেরা পালিয়ে যায়। এরপর বৃদ্ধার পুরো ঘটনাটি নিয়ে পুত্রবধূসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বৃদ্ধা। পুলিশ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৃদ্ধার পুত্রবধূ মায়া পাহাড়ি, তার মা মিনতি পাহাড়ি এবং আরো এক আত্মীয়কে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম চম্পা পাহাড়ি (৬৫)। যদিও এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধা জখম হওয়ার মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। আশেপাশের লোকজনই ওই বৃদ্ধাকে কোনওরকমে বাঁচিয়েছেন। ওই বৃদ্ধার স্বামী সুকু পাহাড়ি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন। ওই বৃদ্ধার দুই মেয়ে এবং চার ছেলে। দীর্ঘদিন আগেই বড় এবং মেজো ছেলে অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছে। একই পরিবারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকলেও ভিন্ন থাকেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি।

পুলিশকে অভিযোগে বৃদ্ধা চম্পা পাহাড়ি জানিয়েছেন, বাড়িতে তার স্বামী অসুস্থ রয়েছেন। দীর্ঘদিন আগে তার দুই ছেলে মারা গিয়েছেন। মাঝেমধ্যে কেউ অসুস্থ হলেই তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করা হয়। তার ছোট ছেলে বাবুলাল পাহাড়ির বউ মায়া পাহাড়ি ও তার পরিবারের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করে আসছিল। তিনি নাকি মন্ত্রপূত করে বাড়ির লোকেদের খাওয়ারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াচ্ছে। এরকম নানান অভিযোগ তুলে বদনাম ছড়ানো হয়। প্রতিবাদ করাতেই এদিন রাতে পুত্রবধূ ও তার পরিবারের লোকেরা ওই বৃদ্ধাকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ।

এদিকে এই ঘটনার বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস বলেন, ডাইনি বলে কোনও কিছু হয় না। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে।

হুগলি সার্কিট হাউসে জেলা টিবি ফোরামের মিটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি সার্কিট হাউসে জেলা টিবি ফোরামের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় যক্ষা নির্মূল প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই কর্মসূচিতে হুগলিতে টানা ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষা নির্মূল করতে ঝাঁপিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলিকর জানান, হুগলি জেলায় টিবির প্রবণতা আগে থেকেই বেশি। কারণ গঙ্গার পারে বিভিন্ন কলকারখানা আছে। বিশেষ করে জুটমিল এলাকায় শ্রমিকরা যে ভাবে থাকে তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। টিবি সঠিক সময়ে ধরা না পড়া, পড়লেও চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর তা নিয়মিত না করা বা ডোজ শেষ না করার ফলে মৃত্যু। মানুষকে সচেতন করতে পারলে এবং নিজে থেকে সচেতন হলেই এই টিবি নির্মূল করা যাবে। টিবির উপসর্গ দেখা দিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। সেক্ষেত্রে কফ পরীক্ষা ন্যাট পরীক্ষা বুকের এক্সরে করে যদি ধরা পড়ে। তারপর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে ছয় মাস ওযুধ খেলে সেরে যাবে যক্ষা।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, টিবি রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হয়। তার জন্য সরকারি তরফে এক হাজার টাকা করে বরাদ্দ আছে। যেখানে সাধারণ ওষুধ কাজ করে না, সেক্ষেত্রে ভর্তি করে তাদের চিকিৎসা করাতে হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'গত তিন মাস ধরে টিবি চিহ্নিতকরণে স্পেশাল ড্রাইভ করা হয়েছিল। আমরা স্ক্রিনিং করেছি। আগে টিবির চারটি উপসর্গের কথা বলতাম। এখন টেন এস বা দশটি উপসর্গের কথা বলছি। যার ফলে সামান্য উপসর্গ থাকলেও কেউ যেন চিকিৎসার বাইরে না থাকে। এই স্পেশাল ড্রাইভে আমরা ১৬৩০ জন রোগী খুঁজে পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে দ্রুত চিহ্নিত করা যায় যে টিবি আক্রান্ত কারা। তাহলে তাদের চিকিৎসাটা দ্রুত শুরু করা যাবে। দেখা গিয়েছে দেরিতে শনাক্ত হওয়ার কারণে ৪০ শতাংশ টিবি আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। একজন কারও টিবি হলে সেটা হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। ফলে বাড়ির অন্যদেরও হতে পারে। সেটা লুকিয়ে গেলে নিজের এবং সমাজের ক্ষতি। সমাজে আর্থিক ভাবে দুর্বল যারা তাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।'

তিনি বলেন, 'একটি প্রকল্প আছে যক্ষায় মিত্র। সেখানে যে কেউ টিবি রোগীকে দত্তক নিতে পারেন। মাসে পাঁচশ টাকা করে তাদের পুষ্টিকর খাবার কিনে দিলে, ছয় মাসে ওযুধের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে রোগী। আশা করছি সবাই সচেতন হলে আগামী বছরের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে।' সার্কিট হাউসে উপস্থিত ছিলেন, এডিএম জেলা পরিষদ অনুজ প্রতাপ সিং, সিএমওএইচ মৃগাঙ্ক মৌলি কর, ডেপুটি সিএমওএইচ-২ দেবযানী বসু মল্লিক, হু-র প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও, দুর্বার মহিলা সমিতি ও টিবি জয়ীরা।

১৫ দফা দাবিতে পুরসভায় ডেপুটেশন এসইউসিআই (সি)র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ১৫ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল এসইউসিআইএসসিভি। রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি ছিল পানীয় জল, আলো, রাস্তা, ড্রেন, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারিদের প্রাপ্য টাকা প্রদানে টালবাহানা বন্ধ, পরিবেশ দূষণ রোধে পুরসভার আবর্জনা যথাযথ জায়গায় ফেলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রয়োজনে পুরসভার অভ্যন্তরে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচর্চার জন্য উদ্যান তৈরি, সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে বরাদ্দ অর্থ সহ প্রয়োজনীয় তথ্য বোর্ডের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা, পুর কর্মচারীদের পেনশন-গ্র্যাচুইটি নিয়ে অযথা হয়রানি বন্ধ, অস্থায়ীভাবে দীর্ঘ ১০বছরের বেশি চাকরিরত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সহ বিভিন্ন মনীষীদের স্ট্যাচু সংলগ্ন এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা সহ ১৫ দফা দাবিতে বুধবার এসইউসিআই(সি) রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রঘুনাথপুর পুরসভার পুরপ্রধানের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিচার করেন এবং কয়েকটি দাবি দ্রুত পূরণে আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনের আগে পুরসভার গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির সদস্য স্বদেশপ্রিয় মাহাতো। এছাড়াও এদিনের এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক লক্ষীনারায়ণ সিনহা এবং শহর লোকাল কমিটির সম্পাদিকা বন্দনা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ঝাড়গ্রামের গ্রামে জলের ব্যবস্থা করল সিআরপিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গ্রামবাসীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করল সিআরপিএফ। ঝাড়গ্রাম ব্লকের পিডরা গ্রামের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিলেন। বাসিন্দাদের বাড়িতে আগে পাইপ লাইনের দ্বারা জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কলে জল পড়ছিল না। তাদের জলকষ্টের কথা জানতে পেরে সিআরপিএফের ২৩২ নম্বর কোম্পানির তরফে পিডরা গ্রামে একটি সাবমার্শিবল পাম্প বসানো হয়। বুধবার ওই গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে সিআরপিএফেরর পক্ষ থেকে সিও সীমা তোলিয়া পাম্পটির উদ্বোধন করে গ্রামবাসীদের জলের ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নন্দিতা মাহাতো। অনুষ্ঠানে সিআরপিএফের পক্ষ থেকে এলাকার শিশুদের পড়াশোনা ও খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হয়। সমস্ত গ্রামবাসীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল সিআরপিএফের ২৩২ নম্বর কোম্পানির জওয়ানরা।

প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: বিদ্যালয়ের সকল পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতার বার্তা দিয়ে র‌্যালিতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এলাকার সকল জনপ্রতিনিধিরা। পূর্ব বর্ধমানের রায়না দুই ব্লকের একাধিক এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে এবং প্রতিটা এলাকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল বুধবার। এই কর্মসূচিকে ঘিরে রায়ানার গোতান এলাকায় থাকা মহাবিদ্যালয় সহ একাধিক এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি গোতান এলাকায় খেলার মাঠে গিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে যোগ দেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিটি এলাকার মানুষ জন যাতে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে পারে তার জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলাশাসক জানিয়েছেন, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলা প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। বিভিন্ন এলাকায় থাকা বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতির মাধ্যমে পচনশীল এবং প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্রগুলি সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে এইসব জিনিস থেকে যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে। এছাড়াও জল অপচয় বন্ধসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে থাকা সাধারণ মানুষ জনকে বিভিন্নভাবে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।

ডি'ককের বর্ষণে ৮ উইকেটে জয় কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচে হারের পর স্বস্তি ফিরল কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় পেলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৫১ রান তুলেছিলেন রিয়ান পরাগেরা। জবাবে কেকেআর করল ২ উইকেটে ১৫৩। জয় এল ১৫ বল বাকি থাকতেই।

জয়ের জন্য ১৫২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা প্রত্যাশা মতো করতে পারেনি কেকেআর। তবু জয় পেতে সমস্যা হল না। সুনীল নারাইনের অনুপস্থিতিতে কুইন্টন ডি'ককের সঙ্গে বুধবার ওপেন করতে নামেন মইন আলি। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। প্রথম ওভারে একটি বলও ব্যাটে লাগাতে পারেননি। ১২ বলে ৫ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। ইংরেজ অলরাউন্ডার আউট হওয়ার পর ডি'ককের সঙ্গে কলকাতার ইনিংস এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন অধিনায়ক রাহানে। প্রথম ম্যাচের মতোই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করলেও রান পেলেন না তিনি। করলেন ১৫ বলে ১৮ রান। ১টি করে চার এবং ছক্কা মারেন তিনি।

২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন ডিকক। ৭০ রানে ২ উইকেট হারানোর পর তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। তাঁরাই দলকে পৌঁছে দিলেন প্রতিযোগিতার প্রথম জয়ের দরজায়। ডি'ককের ব্যাট থেকে এল ৬১ বলে ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৩ রানের জন্য শতরান পেলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। মারলেন ৮টি চার এবং ৬টি ছক্কা। অন্য দিকে, রঘুবংশী অপরাজিত থাকলেন ২টি চারের সাহায্যে ১৭ বলে ২২ রান

করে। বোলিং সহায়ক উইকেটে পেয়েও রাজস্থানের বোলারেরা কেউই সুবিধা করতে পারলেন না। রাজস্থানের সফলতম বোলার ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ ৩৪ রানে ১ উইকেট নিলেন।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন রাহানে। ঘরের চেনা মাঠে প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে প্রথমে খুশিই দেখাচ্ছিল প্রথম তিন ম্যাচের জন্য রাজস্থানের অধিনায়ককে পরাগকে। অসমের ক্রিকেটার বড় রান তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজস্থানের ব্যাটারেরা তাঁদের 'দ্বিতীয় ঘর'এ প্রত্যাশা মতো ব্যাট করতে পারলেন না। চেনা ২২ গজে সফল হলেন না পরাগও।

শরীর ভাল না থাকায় বুধবার কেকেআরের হয়ে খেলতে পারেননি নারাইন। ২০২১ সালের পর এই প্রথম তিনি কেকেআরের কোনও ম্যাচে মাঠে নামতে পারলেন না। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে কলকাতার প্রথম একাদশে আসেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন। তিনি বল হাতে নারাইনের অভাব ঢেকে দিলেন। ভাল বল করলেন বরুণ চক্রবর্তীও। নাইটদের স্পিনের জোড়া ফলার সামনে অস্বস্তিতে দেখাল রাজস্থানের ব্যাটারদের। ছন্দ হারাল তাদের ইনিংস।

আইপিএলের সব মাঠেই ব্যাটারদের জন্য সহায়ক পিচ তৈরি করা হয়েছে। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের ২২ গজের আচরণ অন্যরকম। বল থমকে ব্যাট যাচ্ছে। সুবিধা পাচ্ছেন স্পিনারেরা। রাজস্থানের ইনিংসের মধ্যেই তাদের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর জানান, গুয়াহাটির পিচে ১৬০ রানই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু সেই রানও তুলতে পারলেন না রাজস্থানের ব্যাটারেরা। পারলে হয়তো অন্য রকম হতে পারত। প্রয়োজনীয় জুটিই তৈরি করতে পারলেন না তাঁরা। আয়োজকদের সফলতম ব্যাটার ধ্রুব জুরেল করলেন ২৮ বলে ৩৩। ওপেন করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়াল করলেন ২৪ বলে ২৯ রান। অন্য ওপেনার সঞ্জু স্যামসন করলেন ১১ বলে ১৩। তিন নম্বরে নেমে পরাগের অবদান ১৫ বলে ২৫। এ ছাড়া রাজস্থানের কোনও ব্যাটার বলার মতো রান পেলেন না। শেষ দিকে জফ্রা আর্চার করেন ৭ বলে ১৬। তিনিই রাজস্থানের ইনিংসকে কিছুটা ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দেন।

কলকাতার বোলারদের মধ্যে সফলতম বরুণ ১৭ রানে ২ উইকেট নিলেন। মইন ২৩ রানে ২ উইকেট নিলেন। ৩৩ রানে ২ উইকেট বৈভব অরোরার। হর্ষিত রানা ২ উইকেট নিলেন ৩৬ রান খরচ করে। বোলারদের সহায়ক উইকেটেও চিন্তা থাকল অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার জনসনকে নিয়ে। ৪২ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন তিনি। তাঁর কাছে আরও ভাল বোলিং প্রত্যাশিত। কারণ এ বছর তাঁকেই জোরে বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।

ব্রাজিলকে নিয়ে 'ছেলেখেলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মনুমেন্তালে নামার আগেই সুখবর পেয়েছে আর্জেন্টিনা দল। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত, যেটা কি না আবার নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে দ্রুততম। এমন খবরে মনটা কার না ফুরফুরে হবে! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাই বুঝি একটু নির্মম মজা করার সাধ হয়েছিল আর্জেন্টিনার।

কিক,অফের পর প্রথম দুই মিনিট ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা বল পাননি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কিছু একটা নিয়ে তাড়া আছে লিওনেল স্কালোনি অ্যান্ড গংয়ের। হাতে পাঁচ ম্যাচ রেখে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাওয়া উদ্যাপনে বুঝি কেক কাটতে হবে! কিংবা মাঠেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কেক বানিয়েছে! আরেকটু হলে সেটাই হতো! কারণ, শুরুটা ছিল কেকে দ্রুত পোচ দেওয়ার মতোই! তারপর সময় শেষ হওয়ার আগে আরও ২ গোল। এভাবে চারবার অর্থাৎ চারটি গোল। লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেজদের ছাড়াই আর্জেন্টিনা জিতেছে ৪-১ গোলে। নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বাজে হার ব্রাজিলের।

চার মিনিটে (৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড) হুলিয়ান আলভারেজের গোল। সেটা আবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে তৃতীয় দ্রুততম। তাতেও আর্জেন্টিনার তাড়াটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ব্রাজিল 'মাকড়সা'র কামড় মানে 'স্পাইডার' আলভারেজের কাছে গোল হজম করতে সময় পেয়েছে মাত্র ৮ মিনিট। এনজো ফার্নান্দেজ দিয়েছেন দ্বিতীয় গোল; ১২ মিনিটে। ব্রাজিল তখনো বলার মতো একটি আক্রমণও করতে পারেনি। পোস্টেও শট নেই। ওদিকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। এত দ্রুত কখনো দুই গোল হজম করেনি ব্রাজিল!

দুই গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ব্রাজিলকে ম্যাচে ফিরিয়েছে আসলে আর্জেন্টিনাই। স্বাগতিকদের রক্ষণদেয়ালের অন্যতম 'স্তম্ভ' ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ব্রাজিলের প্রতি একটু 'প্রসন্ন' হয়ে উঠেছিলেন কি না! ২৬ মিনিটে তাই বল পায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দূরে থাকা মাথিয়াস কুনিয়া বল কাড়তে ছুটে আসেন কি না তা দেখার জন্য বুঝি!

ইন্ডিয়ান ওমেন লিগ ২০২৪-২৫

ইস্টবেঙ্গল এফসি ৫ (এলসাদাই-২, মাউরিন, সৌম্যা, সুলঞ্জনা)
নীতা এফএ ১ (জাফারু)

এনরুটের উদ্যোগে শহর কলকাতায় আয়োজিত হল জিম ট্রেনারদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজেকে ফিট রাখতে নিয়মিত জিমে ছুটছে বাঙালি। জিম বর্তমানে মানুষের জীবন যাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।সচেতন মানুষ নিজেকে ফিট রাখতে জিমে গিয়ে অনুশীলন করছেন।সারাদিন এর যেকোনো একটা সময় তারা নিজেদের সুস্থ রাখতে ছুটে যাচ্ছেন জিম খানায়।সেখানকার প্রশিক্ষক দের কাছে বিভিন্ন এক্সারসাইজ এর পাশাপাশি নানান ধরনের হেলথ টিপস নিয়ে থাকেন তারা ।এবার এই প্রশিক্ষক দের নিয়ে অভিনব ভাবনা এনরুটের ।এদিন শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে বিভিন্ন কেন্দ্রের জিম ট্রেইনার দের নিয়ে হয়েগেলো বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির এর। এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের ডিসিপি আইপিএস অনীশ সরকার , এঞ্জেলা রাহা ও প্রাক্তন ক্রিকেটার সুমিত জয়সোয়াল , ভাব্য আত্রেয় সহ বিশিষ্ট জনেরা।

জিম ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধনে বিশিষ্টজনেরা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

২ মাস পরও মেলেনি মহাকুম্ভে পদপিষ্টে মৃতদের ২৫ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

প্রয়াগরাজ, ২৬ মার্চ: প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৩০ জন পুণ্যার্থীর। যার পর মৃতদের পরিবারপিছু ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছিল যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ সরকার। যদিও পদপিষ্টের ঘটনার পর মাস দুয়েক কেটে গেলেও বহু পরিবারে অভিযোগ, মেলেনি ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য।

এই বিষয়ে 'মেলা অধিকারী' বিজয় কিরণ আনন্দের বক্তব্য, প্রয়াগরাজের জেলাশাসক রবীন্দ্র কুমার মানডার মৃতদের পরিবারগুলির অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন। প্রয়োজনে নথি-সহ পরিবারগুলি যোগাযোগ করতে পারে। যদিও মানডারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি, বরং মহাকুম্ভ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে বলেন। যদিও অব্যবস্থা স্পষ্ট। কারণ, এখনও মৃতদের একটি তালিকা প্রকাশ করতেই পারেনি যোগী সরকার। যদিও বেশ কিছুদিন আগেই কুম্ভের ডেপুটি আইজি বৈভব কৃষ্ণা জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই মৃতদের অন্তিম তালিকাটি প্রকাশিত হবে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মোট ৩০ জন মৃতের কথা জানালেও এখনও পর্যন্ত সেই তালিকা প্রকাশ করেনি বলেই অভিযোগ। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পদপিষ্টে ভুক্তভোগী বহু পরিবারের বক্তব্য; ২৯ জানুয়ারি মৃত্যু হয়েছে পরিবারের সদস্যের, যদিও এখনও অবধি আর্থিক সাহায্য মেলেনি।

মুম্বই বিমানবন্দরের শৌচাগারের ডাস্টবিনে উদ্ধার নবজাতকের দেহ

মুম্বই, ২৬ মার্চ: মুম্বই বিমানবন্দরের শৌচাগারের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হল নবজাতকের দেহ। মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় বিমানবন্দর চত্বরে। বিমানবন্দরের কর্মীরাই পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার পর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২ নম্বর টার্মিনালের একটি শৌচাগারের ডাস্টবিনে ওই নবজাতকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এক মহিলা যাত্রী প্রথম দেহটি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের কর্মীদের ডাকেন তিনি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য যাত্রী এবং বিমানবন্দর কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। মুম্বই পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই এক জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা শিশুটিকে ওখানে ফেলে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমানকর্মী ও যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিমানবন্দরের সিসিটিভি ফুটেজও। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুপার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ট্রাম্পের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল ইরান

তেহরান, ২৬ মার্চ: পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় না বসলে ফল ভুগতে হবে। ইরানকে এমনই চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তাতে কোনও পাত্তা দেয়নি তেহরান। পালটা ইসলামিক দেশটি বার্তা দিয়েছিল, কোনও দরাদরি নয়, যা করার করে নিন। এনিয়ে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে দু'দেশের মধ্যে। এবার মাটির নিচে 'মিসাইল সিটি'র ছবি প্রকাশ্যে এনেছে ইরান। যা আসলে তাদের তৃতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার। সেই ছবি দেখে তাক লেগেছে বিশ্বের। অনেকেই বলছেন, ট্রাম্পের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে এই ছবি দেখিয়ে তেহরান সরাসরি আমেরিকাকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এনিয়ে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী বার্তা দেন সেদিকেই নজর সকলের। বিশ্বশক্তির সমীকরণ দেখলে বোঝা

যাবে, পরমাণু অস্ত্র নিয়ে অহরহ গবেষণা করে চলেছে ইরান। একের পর এক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে তারা। যা চিন্তার কারণ আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়ার। তাই নানা নিষেধাজ্ঞা চাপানো হচ্ছে তেহরানের উপর। সম্প্রতি সেদেশের উপর ড্রোন উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু তাতে দমে যাওয়ার পাত্র নয় ইরান। পালটা ভয়ংকর হাতিয়ার বানিয়েছে তারা। কামিকাজে ড্রোনটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে। যা শত্রুপক্ষের উপর আরও শক্তিশালী আঘাত হানতে সক্ষম। এবার প্রকাশ্যে এল ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) মিসাইল ভাণ্ডার।

ইরানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ৮৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটির নিচে একাধিক সুসজ্জিত টানেল। যার মধ্যে সারি দিয়ে সাজানো অত্যাধুনিক মিসাইল। এই অস্ত্রাগারে ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। যেমন খেইবার শেকান, গদর এইচ, সেজিল এবং পাভেহ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল অন্যতম। জানা গিয়েছে, ইজরায়েলের উপর আক্রমণ শানাতে এই হাতিয়ারের ব্যবহার করেছিল ইরান। এই 'মিসাইল সিটি'র গোটা ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন শীর্ষ সেনা কমান্ডার, মেজর জেনারেল মহম্মদ হোসেন বাঘেরি এবং আইআরজিসি এরোস্পেস ফোর্সের প্রধান আমির আলি হাজিজাদেহ। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের ছবি প্রকাশ্যে এনে আমেরিকাকেই বার্তা দিতে চেয়েছে ইরান।

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-11/KGP-I/ 2024-25 (3rd Call).** Last date of submission **08.03.2025 up to 3p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e-tender vide tender no. **WSMAD/CM/AMRUTZ/NIT-01/2024-25 & Tender id:- 2025 MAD_831396_1 and WBMAD/ CM/AMRUT2/NIT-01/2024-25 & Tender id:- 2025 MAD_831396_2** for various work under Chakdaha Municipal Area. For further details please visit **www.wbtenders.gov.in**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No-**3041**, Dt. **20/03/2025** for Different Civil Works under this Municipality, **Tender ID: 2025 MAD_830952_1 to 8** Last Date of Bid Submission **07/04/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary,**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 78/WS/ Eng/25 Dt. 25-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

UTTARPARA MUNICIPALITY
N.I.T. NO. – UKM/006/WW/2024-2025, DATED – 28.03.2025. 1. 100 mm & 150 mm dia D.I. Pipe Line Washing at different wards under Uttarpara Kotrung Municipality. **2.** 200 mm dia and 100 mm dia D.I. Pipe line inter connection at N.S. Road Off Shoot in ward no. 17. **3.** 200 mm dia and 150 mm dia D.I. Pipe line inter connection at Shibnarayan Road Off Shoot in ward no. 17. **4.** Repairing and Restoration of damaged water supply pipe line of different dia including leakage repairing in different wards under Uttarpara Kotrung Municipality. Bid Submission closing Date – **22.04.2025. before 1.00 p.m.** For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman,
Uttarpara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই–টেন্ডার নং. এলআরসি–৩_কোচ–শট–ব্লাস্টিং, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন–৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক এবং কারিগরী ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** এসএস শট সহ কোচ শট ব্লাস্টিং এবং মেটেরিয়াল সহ মাস্কিং ফ্রেম প্রস্তুতকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫,৫৪,৯২,৯০২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,২৭,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps. gov.in**
MISC-399/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e-tender vide tender no. **WBMAD/CM/HSC/AMRUT2/NIQ3/24-25 & Tender id: - 2025_MAD_830551_1, 2025_MAD_830551_2, 2025_MAD_830551_3, 2025_MAD_830551_4, 2025_MAD_830551_5, 2025_MAD_830551_6, 2025 MAD_830551_7** for HOUSE SERVICE CONNECTION WITH METERING ARRANGEMENT in various ward under chakdaha Municipal area. For further details please visit **www.wbtenders.gov.in**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 28/WS/ AMRUT/AMC/24-25 Memo No. 544/WS/ Eng/25 dt. 07.02.25
Bid Submission period: 02.04.25 instead of 24.03.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 10/24-25/NCAPFFC/T Dated 26.03.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **23.04.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 9/24-25/MF/T Dated 26.03.2025,
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.04.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
3rd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 11/WS/ Eng/24 Dt. 05-09-24
Bid Submission period: 04.04.25 instead of 25.03.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 8/24-25/FCXV/T Dated 26.03.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.04.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

e-Tender Notice
Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting e-Tender No 21/15th CFC/ DGP/2024-25, Memo No 261/EN/ (8)/DGP/2025, Dt 24.03.25. Last Date of Bid Submission (online) 31.03.25 upto 18.00 hrs, Technical Bid opening 03.04. 25 at 10 hrs. For more details Please visit Website Http://wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

e-Tender Notice
Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting e-Tender No 07/5th SFC (Untied)/ DGP/2024-25 2nd Call, Memo No 262/EN/(8)/DGP/2025, Dt 24.03.25. Last Date of Bid Submission (online) 31.03.25 upto 18.00 hrs, Technical Bid opening 03.04.25 at 10 hrs. For more details Please visit Website Http: //wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
i)e-NIT No:15/EE/WBSRDA/S24/ RIDF DPR/24-25 dt. 26.03.2025 & ii) e-NIT No:16/EE/WBSRDA/S24/ PMGSY IV DPR/24-25 dt. 26.03.2025 For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA, South 24 Parganas Division** invites percentage rate **i) e-NIT No:15/EE/ WBSRDA/S24/RIDF DPR/24-25 dt. 26.03.2025** for preparation of DPR of Roads under RIDF-XXXI & **ii) e-NIT No: 16 /EE/WBSRDA/S24/PMGSY IV DPR/24-25 dt. 26.03.2025** for preparation of DPR of Roads under PMGSY-IV. **Last date of Bid submission is 11.04.2025 at 17.30 hours**. Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** জোকা ডিপো ও কার শেড সমেত মাঝেরহাট (কিমি ৮/৮) থেকে জোকা (কিমি -২/০) পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ভায়া-ডাক্ট, ওভারহেড স্ট্রাকচার, স্টেশন ও সংলগ্ন সার্ভিস বিল্ডিং সমূহ, ফায়ার হাইড্র্যান্ট, পাইপ লাইন ওয়ার্কসে স্ট্রাকচারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোনাল কনট্র্যাক্ট। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯৮,৩৬,৪০০.০০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৯৬,৭০০.০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৪ (চৌদ্দ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৪.২০২৫, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/ পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫১৮-২০২৫ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 15(2nd CALL)/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **25.3.2025 from 3.00PM.** Bid Submission Closing Date: **4.4.2025 up to 12.00 PM** Bid Opening Date: **7.4.2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 287(2nd Call)/ 24-25 and NIeT- 376 to 381/ 2024-2025
Dated- 26-03-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Bankura, Burdwan, Jalpaiguri, Coochbehar North 24 Parganas and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **27-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 26.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 07/ BAB/CFC/2024-25, Date: 26.03.2025.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৫৫, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫–২১–৩৪৩০, কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশন এবং কলোনী এরিয়ায় মেন্টেন্যান্স ফ্রি আর্থিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮৯,৫৫,০৭৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,৯৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-693/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.:
UKM/PWD/049(e)/2024-25,
Date: 25-03-2025
1. Supply and fixing of Tri-Coloured LED Rope lighting at different locations under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **12/04/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/062(e)/2024-25 dt. 26.03.2025. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in Ward No. 16. **2. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/063(e)/2024-25 dt. 26.03.2025.** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in Ward No. 17. **3. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/064(e)/2024-25 dt. 26.03.2025.** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in Ward No. 18. **4. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/065(e)/2024-25 dt. 26.03.2025.** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in Ward No. 19. **5. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/066(e)/2024-25 dt. 26.03.2025.** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of 01 no. Electrical Mechanic, 03 nos. Workshop Mechanic & 03 nos. Tri cycle van Mechanic for Three nos. workshop. **6. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/067(e)/2024-25 dt. 26.03.2025.** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for supply & commissioning of 01 no. Four wheel vehicle. **Documents download start date & Bid submission start date – 27.03.2025. Bid Submission Closing Date – 11.04.2025.** For Details: - **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ২৭ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

আচমকা ক্রেডিট কার্ড কেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? ফের সেটিকে সক্রিয় করার উপায় কী? জেনে নিন

বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের জন্য ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডগুলি কেবল জরুরি অবস্থার সময় অর্থেরই জোগান দেয় না, বরং সমান মাসিক কিস্তি বিকল্পের মাধ্যমে বড় কেনাকাটাও সহজ করে। উপরন্তু, ক্রেডিট স্কোর তৈরিতেও ক্রেডিট কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বহু মানুষ আজকাল তাদের দৈনন্দিন খরচ এবং অনলাইন কেনাকাটার জন্যও ক্রেডিট কার্ডের উপর নির্ভর করেন।

কিছু ব্যবহারকারী খুব কমই বা কালে-ভদ্রে কখনও তাদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারেন না, যার ফলে সেটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। একটি ক্রেডিট কার্ডকে সাধারণত নিষ্ক্রিয় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যদি সেটি ছয় মাস থেকে এক বছর ধরে ব্যবহার না করা হয় (ব্যালেন্স ট্রান্সফার, কেনাকাটা বা নগদ অগ্রিমের মতো কোনও কার্যকলাপই যখন ঘটেনি)।

ক্রেডিট কেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়?

ক্রেডিট কার্ডের সুপ্ততা গ্রহকের ক্রেডিট স্কোরকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ফলস্বরূপ, যদি আপনার ঋণ নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুমোদন পেতে কোনও আবেদনকারীর আবেদন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। কারণ ঋণের যোগ্যতার জন্য ক্রেডিট স্কোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ— আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার ক্রেডিট কার্ডটি দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ক্রিয় থাকলে তা বন্ধ করে দিতে পারে, যা আপনার ক্রেডিট ইতিহাসকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

পুরস্কার এবং সুবিধার ক্ষতি— প্রতিটি ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার এবং সুবিধা প্রদান করে। অতএব, কার্ডটি ব্যবহার না করার ফলে পুরস্কার, ক্যাশব্যাক অফার এবং লাউঞ্জ অ্যাক্সেসের মতো সুযোগগুলি হাতছাড়া হতে পারে। যদি কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি যেকোনও সঞ্চিত পুরস্কার পয়েন্ট এবং সুবিধা হারাতে পারেন।

ক্রেডিট স্কোরের উপর প্রভাব— একটি নিষ্ক্রিয় ক্রেডিট কার্ড আপনার ক্রেডিট ইতিহাসকে ক্ষতিকারকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে ঋণ বা নতুন ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদনগুলিকে জটিল করে তুলতে পারে।

যদি আপনার কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় সক্রিয়করণ সম্ভব। সাধারণত, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ক্রিয়করণের পরে পুনরায় সক্রিয়করণের জন্য একটি গ্রেস পিরিয়ড দেয়।

ক্রেডিট কার্ড কীভাবে পুনরায় সক্রিয় করবেন?

নিষ্ক্রিয় ক্রেডিট কার্ড পুনরায় সক্রিয় করতে, গ্রহককে হয় ইস্যুকারী ব্যাঙ্কের নিকটতম শাখায় যেতে হতে পারে অথবা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কার্ডটি সক্রিয় করা যায়।

অবসরে কোটি টাকার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে আপনার কাছেই

নিজের অবসর নিয়ে সকলেই চিন্তাভাবনা করে থাকেন। সেদিক থেকে দেখতে হলে মাসে যদি কম টাকা আয় থাকে তাহলে সেখান থেকেও আপনি হতে পারে কোটিপতি। শুধু সঠিক সময়ে সঠিক বিনিয়োগ করা সবার আগে দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে ইপিএফও স্কিম। এখানে প্রতিটি কর্মী এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠান উভয়েই টাকা জমা করে থাকেন। সুদের হার এখানে রয়েছে ৮.২৫ শতাংশ করে। এই সুদের হার অন্য কোথাও সহজে থাকে না। এখানে টাকা বিনিয়োগ করার মানে হল সেটি করমুক্ত থাকে। এখান থেকেই অবসরের সময় মোটা টাকা পেতে পারেন সকলে। তাই এটি একটি বিরাট ভরসার জায়গা। যদি হঠাৎ করে টাকার দরকার পড়ে তাহলে লোনের ব্যবস্থাও রয়েছে। শিক্ষা, বিয়ে এবং বাড়ি তৈরির কাজে এখান থেকে আপনি লোন পেতে পারেন। ফলে সেটি একটি বিশেষ সুবিধার জায়গা হিসাবে উঠে আসে। যদি মাসে আপনি ২০ হাজার টাকা বেসিক পেয়ে থাকেন তাহলে সেখান থেকেও আপনি নিজের অবসরে হতে পারেন কোটিপতি। সেখানে আপনাকে ২১ বছর বয়স থেকে এখানে বিনিয়োগ করতে হবে। যদি বছরে ৫ শতাংশ করে আপনার মাইনে বাড়তে থাকে তাহলে আপনি অবসরের সময়ে ৪৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৫৪ টাকা জমিয়ে ফেলতে পারবেন। এরপর আপনি সুদ হিসাবে পাবেন ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৫৪ টাকা। সেখানে আপনি সুদ হিসাবে পাবেন ৮.২৫ শতাংশ করে। তাহলে দেখা যাবে আপনার হাতে মোট চলে আসবে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৮০৮ টাকা। ৩৯ বছর ধরে আপনাকে এই টাকা জমাতে হবে তাহলেই আপনি ২ কোটি টাকার মালিক হতে পারবেন। তবে একটি বিষয়ে সর্বদা মনে রাখবেন। যেখানেই আপনি বিনিয়োগ করুন না কেন তার আগে সমস্ত খবর নিয়ে বিনিয়োগ করবেন। যদি আপনার কোনও ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তার দায় আজকাল ডিজিটাল নেবে না। সেখানে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করেই কাজ করবেন।

এসআইপি

আপনাকে করতে পারে কোটিপতি, তবে বিনিয়োগ করতে হবে নিয়ম মেনেই

এসআইপি হল এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি নিজের টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। সেখান থেকে দীর্ঘসময় পর ভাল রিটার্ন আসতে বাধ্য। তবে বিনিয়োগ করতে হবে সাবধানে।

যদি মাসে ২০ হাজার টাকা এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান খেরে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা পেতে পারেন। তবে সেজন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে খানিকটা সময় ধরে।

যদি মাসে ৭ হাজার ৫০০ টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখানে সুদের হার থাকবে ১২ শতাংশ করে। তাহলে ১১ বছর ধরে যদি আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে আপনি মোট জমাবেন ৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ক্যাপিটাল গেন থাকবে ৯ লাখ ৮৭ হাজার ৬৫০ টাকা। মোট করপাস থাকবে ১৯ লাখ ৭৭ হাজার ৬৫০ টাকা।

যদি ২২ বছর ধরে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে মোট বিনিয়োগ হবে ১৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ক্যাপিটাল গেন হবে ৬৮ লাখ ৭৭ হাজার ৫ টাকা। মোট করপাস হবে ৮৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫ টাকা।

যদি ৩৩ বছর ধরে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে মোট বিনিয়োগ হবে ২৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ক্যাপিটাল গেন হবে ২ কোটি ৯৮ লাখ ১৭ হাজার ১৮৬ টাকা। মোট করপাস হবে ৩ কোটি ২৭ লাখ ৮৭ হাজার ১৮৬ টাকা।

যদি কেউ মিউচুয়াল ফান্ডে ৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ১২ শতাংশ সুদ ধরে ১০ বছরে ক্যাপিটাল গেন হবে ১২ লাখ ৬৩ হাজার ৫০৯ টাকা। করপাস হবে ১৮ লাখ ৬৩ হাজার ৫০৯ টাকা। ২০ বছরে হবে ক্যাপিটাল গেন ৫১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৭৬ টাকা। করপাস হবে ৫৭ লাখ ৮৭ হাজার ৭৭৬ টাকা। ৩০ বছরে ক্যাপিটাল গেন হবে ১ কোটি ৭৩ লাখ ৭৫ হাজার ৯৫৩ টাকা। করপাস হবে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৭৫ হাজার ৯৫৩ টাকা।

তবে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার আগে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন। যদি বিনিয়োগ করার পর কোনও ক্ষতি হয় তাহলে সেজন্য আজকাল ডিজিটাল দায় নেবে না।

‘মার্জিনাল রিলিফ’

১২ লক্ষের উপর আয়ে মিলবে এই সুবিধা, ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

সুরাহা মিলবে কি করদাতাদের?

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেট পেশ করতে গিয়ে মধ্যবিত্তকে সুরাহা দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাঁদের আয়, তাঁদের কোনও আয়কর দিতে হবে না। মঙ্গলবার লোকসভায় অর্থ বিল নিয়ে আলোচনায় নির্মলা জানিয়েছেন, ১২ লক্ষ টাকার সামান্য বেশি যাদের আয়, তাঁদের ‘মার্জিনাল রিলিফ’ দেওয়া হবে।

কী এই ‘মার্জিনাল রিলিফ’? অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যদি কারও আয় বছরে ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হয়, তাহলে তাঁকে মাত্র ১০ হাজার টাকা আয়কর দিতে হবে। ‘মার্জিনাল রিলিফ’ না থাকলে তাঁকে ৬১ হাজার ৫০০ টাকা আয়কর দিতে হত। যদি কারও আয় ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হয়, তাঁকে ২০ হাজার টাকা আয়কর দিতে হবে। ‘মার্জিনাল রিলিফ’ না থাকলে তাঁকে দিতে হত ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা। বাজেটে নতুন কর ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছিলেন নির্মলা। জানিয়েছিলেন ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে রিবেট দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে কোনও আয়কর দিতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মঙ্গলবার প্রশ্ন উঠেছিল, ১২ লক্ষের সামান্য বেশি আয় হলে কত আয়কর গুণতে হবে? তাঁদের কী পুরো আয়কর দিতে হবে? অর্থমন্ত্রী সেই বিষয়ে জানান, চাকরিজীবিদের ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনও আয়কর দিতে হবে না। তাঁরা ৭৫ হাজার টাকা ‘স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন’ পাবেন। বাকিদের ক্ষেত্রে ১২ লক্ষের উপরে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে ‘মার্জিনাল রিলিফ’ থাকবে। যাঁদের আয় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা তাঁদের ৭১ হাজার ৫০০ টাকা আয়কর দিতে হবে।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, ‘২০২৫-২৬ সালে ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ ১৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে সংশোধিত আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা।’ এক লক্ষ কোটি টাকার বকেয়া রাজস্বের হিসেব করার পর ৭ শতাংশ হ্রাসের কথা বিবেচনা করলে, নতুন অর্থবর্ষে ব্যক্তিগত আয়কর রাজস্ব ১৩.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করছে অর্থমন্ত্রক। মঙ্গলবার লোকসভায় পাশ হয়েছে অর্থ বিল ২০২৫। এর মধ্যে ৩৫টি সংশোধনী আনা হয়েছে। যেমন অনলাইন বিজ্ঞাপনের উপর ৬ শতাংশ ডিজিটাল কর বাতিল করা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৪.৪ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির পূর্বাভাসও। মূলধন ব্যয় ১১.২২ লক্ষ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ ৪.৯১ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। এ বার রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হওয়ার অপেক্ষা।

আশা জাগিয়েও ৮০০ পয়েন্টের ধাক্কা খেল ভারতের শেয়ার বাজার, মুখ ভার বিনিয়োগকারীদের

বিগত কয়েক সপ্তাহে খারাপ ফলের পর খানিকটা স্বস্তি জাগিয়েও ফের আগের অবস্থায় ফিরল শেয়ার বাজার। খানিকটা উন্নতি করেও স্টক মার্কেট রইল আগের জায়গায়।

মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই সেনসেক্স খানিকটা উপরের দিক থেকেই শুরু করে। সেনসেক্স শুরু হয় ৭৮,২৯৬ থেকে এবং সেখান থেকে এসে দাঁড়ায় ৭৮,৭৪১ পয়েন্টে। ফলে বিনিয়োকারীদের খানিকটা হলেও স্বস্তি মেলে।

অন্যদিকে খানিকটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে নিফটিও। সেখানেও দেখা গিয়েছে ২৩,৮৬৯ পর্যন্ত পয়েন্ট উঠেছে। তবে সেখান থেকে ফের তৈরি হয় সমস্যা। দেখা গিয়েছে সেনসেক্স ৮০০ পয়েন্ট নিচের দিকে চলে যায়। ফলে সেখানে সেনসেক্সের মোট পয়েন্ট হয়ে যায় ৭৭,৯১২। অন্যদিকে নিফটিও খানিকটা ফের নিচের দিকে চলে গিয়ে হয় ২৩,৬২৭ পয়েন্ট।

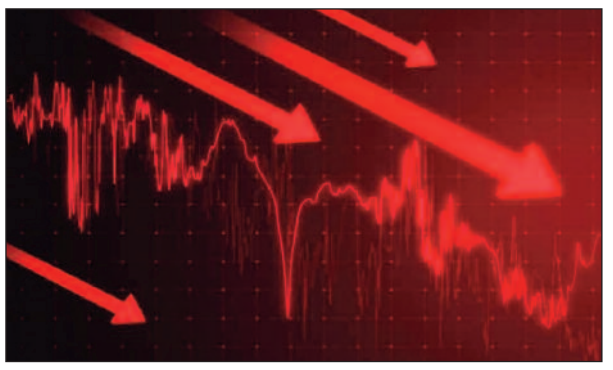

ব্যাঙ্ক নিফটিও দিনের শুরুতে আশা জাগিয়েও ফের নিচের দিকে চলে যায়। যেখানে দিনের শুরুতেই এটি ছিল ৫২,০৬৩ পয়েন্ট। সেখান থেকে নিচের দিকে নেমে আসে ৫১,৫৩৪ পয়েন্ট। ফলে এখানে দেখা গেল ৫০০ পয়েন্ট নিচের দিকে চলে গেল।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন মার্চ মাসের এটি শেষ সপ্তাহ। ফলে সেখান থেকে বাজার খানিকটা নিচের দিকে থাকবে। এপ্রিল মাস থেকে নতুন বছর শুরু হবে। ফলে সেখান থেকে ফের ধীরে ধীরে বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করবে।

রিলায়েন্স সহ বাকি প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার নিচের দিকে থাকার ফলে সেখানে বাজার নিচের দিকে রয়েছে। পাশাপাশি ২ এপ্রিল থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যারিফ নীতি খানিকটা হলেও বাজারে প্রভাব ফেলেছে। ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে তেমন লাভের মুখ দেখতে পারেনি ভারতের শেয়ার বাজার। তবে এখানে আশাহত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এপ্রিল মাস থেকে ফের বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর দিক থাকছে।

অন্য আরেক দল বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, যেভাবে চলতি বছরে খারাপ শুরু করেছে ভারতের শেয়ার বাজার সেখান থেকে যদি ঘুরে যেতে হয় তাহলে বাজারকে নতুন কিছু করে দেখাতে হবে। নাহলে বছরের বাকি সময়টা বিনিয়োগরাকীদের মুখ ভার হয়েই থাকবে।

স্বপ্নের বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা? সবচেয়ে সস্তায় গৃহঋণ দিচ্ছে কোন ব্যাঙ্ক? জানুন

স্বপ্নের বাড়ি কিনতে গৃহ ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করলে, এই প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাঁচটি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যেগুলিতে গৃহঋণ দেওয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন সুদের হারে। কোন কোন ব্যাঙ্ক সর্বনিম্ন সুদের হারে গৃহ ঋণ দিচ্ছে? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

সমস্ত ব্যাঙ্ক গৃহ ঋণ সস্তা করেছে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট কমানোর পর, দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কই গৃহ ঋণের সুদের হার কমিয়েছে। তবে, গৃহ ঋণের ক্ষেত্রে আপনার ক্রেডিট স্কোর, পরিশোধের ইতিহাস, আর্থিক অবস্থানের মতো বিষয়গুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার ক্রেডিট স্কোর, পূর্ববর্তী পরিশোধের ইতিহাস এবং আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে, তাহলে ব্যাঙ্ক আপনাকে কোনও ঝামেলা ছাড়াই ঋণ দেবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে ঋণ পাওয়া খুব কঠিন হতে পারে।

জানুন, কোন ব্যাঙ্ক কত সুদের হারে গৃহঋণ দিচ্ছে

- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৮.১০ শতাংশ হারে গৃহঋণ দিচ্ছে।
- ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ৮.১০ শতাংশ হারে গৃহঋণ দিচ্ছে।
- ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ৮.১৫ শতাংশ হারে গৃহঋণ দিচ্ছে।
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৮.১৫ শতাংশ প্রাথমিক হারে গৃহঋণ দিচ্ছে।
- স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৮.২৫ শতাংশ হারে গৃহঋণ দিচ্ছে।
- প্রসেসিং ফি কত?

ব্যাঙ্কগুলি গৃহঋণ বা অন্য কোনও ঋণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ফি নেয়। কিছু ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণের উপর প্রক্রিয়াকরণ ফি নেয়, আবার কিছু ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ করে। আবার এমনও ব্যাঙ্ক আছে যারা গৃহঋণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ফি নেয় না।

গৃহঋণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, যে কেউ যেকোনও ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় যেতে পারেন।